ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

'টাইগার ৩'র পর নতুন ছবির কথা জানালেন সালমান

পৃঃ ৫

আইপিএল: পুরোনো ঠিকানায় ফিরছেন হার্দিক পান্ডিয়া?

পৃঃ ৬

Digital media act No. : DM /34/2021 ● Gov of India Reg No : WB18D0018520 (UAN) ● Website : https://epaper.newssaradin.live/ বর্ষ ঃ ২ সংখ্যা ঃ ৩২৪ ● কলকাতা ● ১৩ অগ্রহায়ণ, ১৪৩০ ● বৃহস্পতিবার ● ৩০ নভেম্বর, ২০২৩ পৃষ্ঠা - ৬ ২ টাকা

কালো পোশাক না পরে আসায়

ভৎর্সনার মুখে মন্ত্রী বিধায়কেরা

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : কলকাতায় রাজনৈতিক সমাবেশ করতে এসেছিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। তার প্রতিবাদে বিধানসভার অধিবেশনে দলীয় বিধায়কদের কালো পোশাক পরে আসার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু বুধবার সকালে বিধানসভার অধিবেশন শুরুতেই দেখা যায় কয়েক জন মন্ত্রী এবং বিধায়ক দলের নির্দেশ অমান্য করে সাধারণ দিনের মতোই জামাকাপড় পরে এসেছেন।গোলসির বিধায়ক নেপাল ঘড়ুই, হাওড়া উত্তরের বিধায়ক গৌতম চৌধুরী, এন্টালির বিধায়ক স্বর্ণকমল সাহা, নবদ্বীপের বিধায়ক পুণ্ডরীকাক্ষ সাহা, কালীগঞ্জের বিধায়ক নাসিরউদ্দিন আহমেদ এবং বিধায়ক আব্দুল গনি কালো পোশাক না পরেই বিধানসভায় এসেছিলেন। বিধায়কেরা মন্ত্রী অরূপের ধমক খেয়ে সকলেই বাইরে থেকে দ্রুত কালো পোশাক পরে আবার বিধানসভার অধিবেশনে যোগদান করেন। বিকেলে বিধানসভায় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে অম্বেডকর মূর্তির নীচে কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে বঞ্চনার অভিযোগে ধর্না-অবস্থান করেন তৃণমূল বিধায়কেরা। সকলের পরনেই ছিল কালো পোশাক, যে সব মন্ত্রী-বিধায়কেরা প্রথমে কালো পোশাক পরে অধিবেশনে যোগদান করেননি, পরে তারাও কালো পোশাকে মুখ্যমন্ত্রীর ধর্না কর্মসূচিতে যোগদান করেন।বিষয়টি

এরপর ৩ পাতায়

চব্বিশে এত আসনে জেতান যাতে মোদি বলতে পারেন

বাংলার জন্য প্রধানমন্ত্রী হয়েছি, ভোটারদের বার্তা অমিত শাহের

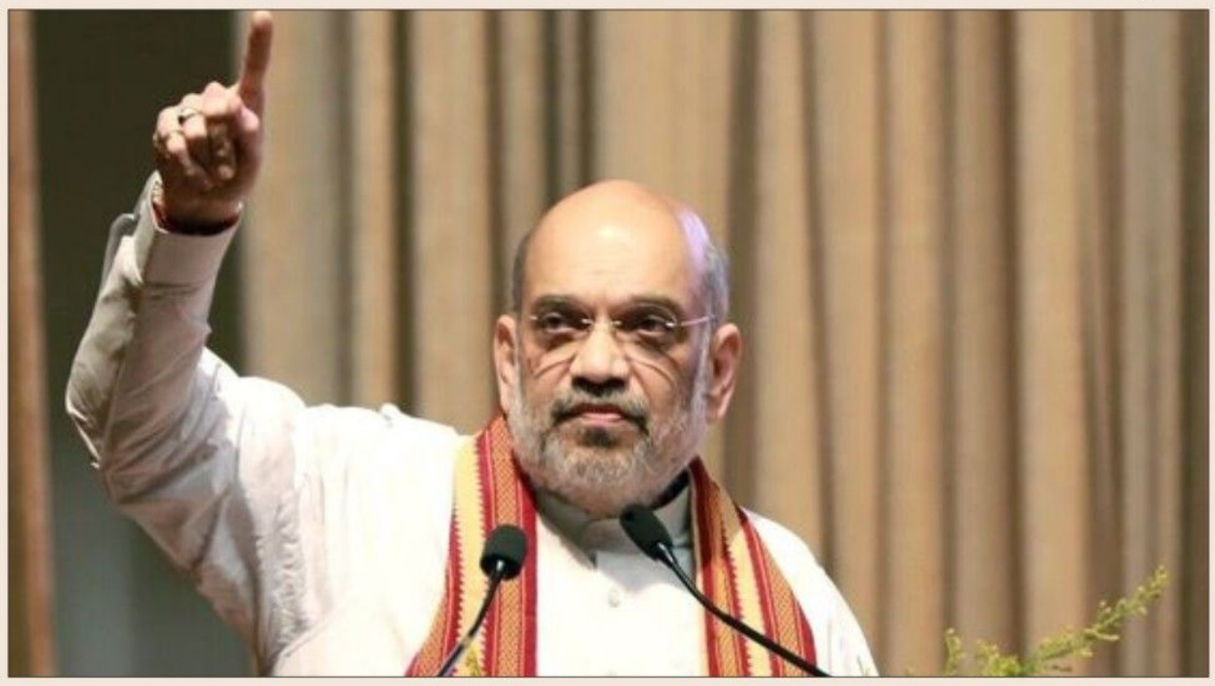

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ২০১৯-এর লোকসভা ভোটে বাংলায় প্রচারে এসে মেরুকরণের অঙ্কেই জোর দিয়েছিলেন বিজেপি নেতারা। ২০২১ সালের বিধানসভা ভোটে তা আরও শানিত করেছিলেন তাঁরা। আর একটি লোকসভা ভোটের আগে বাংলায় এসে বুধবার ধর্মতলার সভা থেকে সেই পুরনো অস্ত্রেই শান দিতে চাইলেন অমিত শাহ। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর ভাষণে জায়গা পেল সুরাবর্দি খান থেকে গোপাল মুখোপাধ্যায় (গোপাল পাঁঠা), সিএএ, অনুপ্রবেশ-সহ নানা শব্দবন্ধ।তবে সামগ্রিক ভাবে মেরুকরণের একাধিক বিষয়কেই ভাষণের বর্শাফলক করেছিলেন শাহ। পাল্টা তৃণমূলের তরফে কুণাল বলেন, "এই সব কথাই অমিত শাহ-সহ বিজেপি নেতারা ২০২১ সালের বিধানসভা ভোটের সময় ডেইলি প্যাসেঞ্জারি করতে করতে বলতেন। আমার মনে হয়, সেই পুরনো চিরকুট পকেটে নিয়ে তিনি এসেছিলেন। তাই ফের ভাঙা রেকর্ড বাজিয়ে গিয়েছেন।"যা থেকে আরও এক বার স্পষ্ট যে, বিজেপি 'ধ্রুপদী কৌশল' থেকে কোনও ভাবেই সরবে না। যা নিয়ে তীব্র কটাক্ষ করে তৃণমূল বলেছে, 'ভুল চিরকুট' নিয়ে শাহ ধর্মতলায় চলে এসেছিলেন। বুধবার ধর্মতলার ভিক্টোরিয়া হাউসের সামনের সভা থেকে শাহ বক্তৃতা শুরুই করেন সুরাবর্দি, গোপাল পাঁঠার প্রসঙ্গ তুলে। দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

এরপর ৩ পাতায়

সুড়ঙ্গে ফিরেছিল ছোটবেলা,

মাটির নিচে এই খেলাতেই মজেছিলেন আটকে পড়া শ্রমিকরা!

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : সুড়ঙ্গের মধ্যে আটকে পড়েও মনের জোর হারাননি ৪১ জন শ্রমিক। বরং রাজা মন্ত্রী চোর সিপাই খেলতেন। ১৬ দিন ধরে আটকে থেকে, মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়েও মেতে উঠেছিলেন ক্রিকেট খেলায়। যখনই কোনও সমস্যা দেখা গিয়েছে সুড়ঙ্গের ভিতরে, তখনই কেউ না কেউ এগিয়ে এসে বাকিদের নিরাপদে রাখার চেষ্টা করেছেন।গত ১২ নভেম্বর গোটা দেশ শিউরে উঠেছিল শ্রমিকদের আটকে পড়ার ঘটনায়। সিল্কইয়ারা ও দণ্ডলগাঁওয়ের মাঝে তৈরি হতে থাকা সুড়ঙ্গে আচমকাই ধস নেমেছিল। আর তার ফলেই আটকে পড়েছিলেন ওই ৪১ জন শ্রমিক। ১৬ দিন ধরে বহু চেষ্টার পরে উদ্ধার করা হয় তাঁদের। শ্রমিকদের সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলেছেন প্রধানমন্ত্রী মোদি । তাঁকে আবেগপ্রবণ হয়ে পড়তে দেখা গিয়েছে।এইভাবেই ১৬ দিন ধরে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়ে গিয়েছেন উত্তরকাশীতে আটকে পড়া শ্রমিকরা। অবশেষে মঙ্গলবার সন্ধ্যায় তাঁদের উদ্ধার করা হয়েছে। আটকে পড়া শ্রমিকদের মধ্যে ছিলেন পুষ্কর সিং অরি। সুড়ঙ্গে ধস নেমে আটকে পড়ার পর কীভাবে এতগুলো দিন কাটিয়েছেন, সেই ঘটনা সংবাদমাধ্যমের সামনে তুলে

এরপর ৩ পাতায়

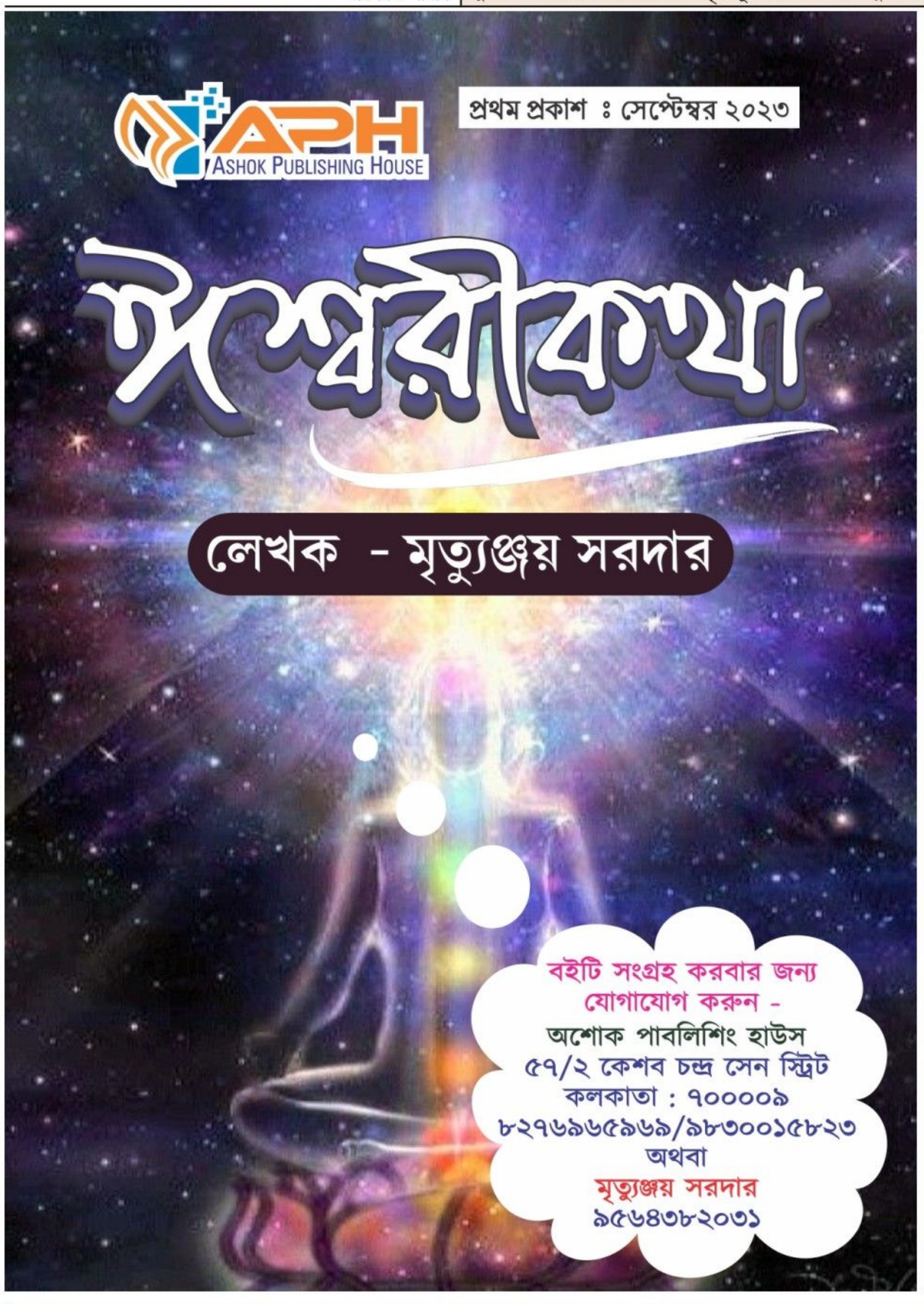

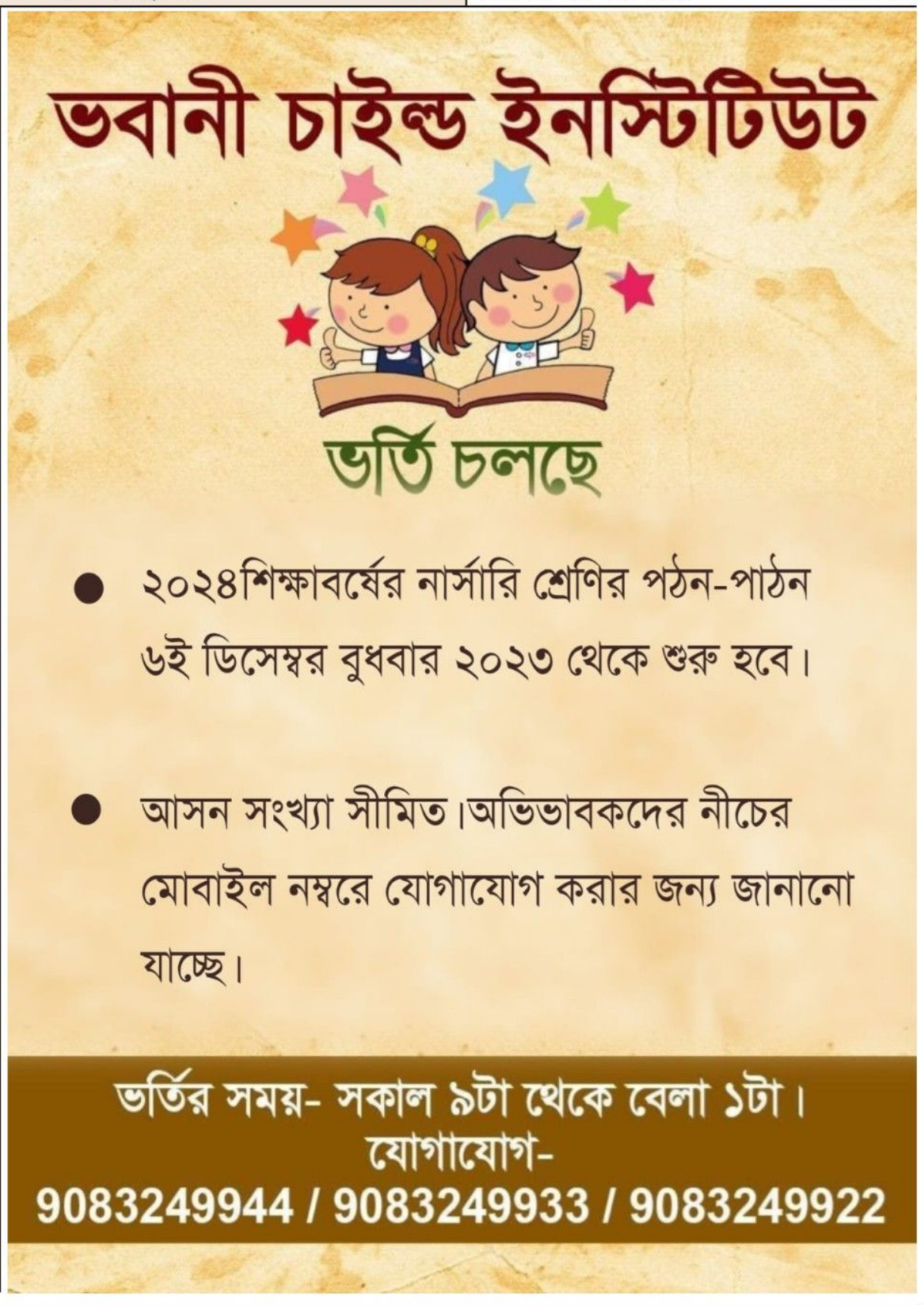

মহিলা পরিচালিত স্বনির্ভর গোষ্ঠীকে

১৫ হাজার ড্রোন দেবে কেন্দ্র

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলাদের হাতে ১৫ হাজার ড্রোন তুলে দেবে কেন্দ্র। বৃহস্পতিবার ভারচুয়াল কনফারেন্সের মাধ্যমে এই ড্রোন বিতরণের সূচনা করবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। জানা গিয়েছে, দেশের নানা প্রান্ত থেকে ১৫ হাজার স্বনির্ভর গোষ্ঠীকে বেছে নেওয়া হয়েছে।৩০ নভেম্বর, বৃহস্পতিবার থেকেই শুরু হবে ড্রোন বিতরণের প্রক্রিয়া। সকাল এগারোটা নাগাদ ভারচুয়াল মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী মহিলা কিষাণ ড্রোন কেন্দ্র উদ্বোধন করবেন মোদি। সেখান থেকেই আগামী তিন বছরে স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলোর হাতে তুলে দেওয়া হবে ড্রোন।আগামী তিন বছরের মধ্যেই তাঁদের হাতে পৌঁছে যাবে ড্রোনগুলো। ৩০ নভেম্বর ভারচুয়ালি 'প্রধানমন্ত্রী মহিলা কিষাণ ড্রোন কেন্দ্র'গুলোও উদ্বোধন করবেন মোদি। সেখান থেকেই ড্রোন তুলে দেওয়া হবে স্বনির্ভর গোষ্ঠীর হাতে।

চলতি বছরে স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠানেই প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা করেন, মহিলাদের নেতৃত্বেই দেশের উন্নতি করতে হবে। সেই পরিকল্পনার মধ্যেই মহিলাদের স্বনির্ভর গোষ্ঠীকে ড্রোন (উৎড়হব) দেওয়ার বিষয়টি উল্লেখ করেছিলেন মোদি। তিনি জানান, যাবতীয় প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলাদের। তার পরেই তাঁদের হাতে ড্রোন তুলে দেওয়া হবে। মঙ্গলবার বৈঠকে মোদির এই ঘোষণায় সম্মতি দিয়েছে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা।

জানা গিয়েছে, ২০২৩-২৪ অর্থবর্ষ থেকেই স্বনির্ভর গোষ্ঠীকে ড্রোন দেওয়া শুরু হবে। ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষের মধ্যেই ১৫ হাজার গোষ্ঠীর হাতে পৌঁছে যাবে ড্রোনগুলো। কী কাজে লাগবে এই ড্রোনগুলো? কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অনুরাগ ঠাকুর জানিয়েছেন, কৃষিক্ষেত্রে নানা সরঞ্জাম পৌঁছে দেওয়া যাবে এই ড্রোনের মাধ্যমে। চাষের কাজে ব্যবহৃত সরঞ্জাম পাঠানো ছাড়াও অন্যান্য কাজে এই ড্রোন ব্যবহার করতে পারে স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলো।

বিধানসভায় বিজেপিকে নিশানা মমতার

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : কলকাতায় সভা করতে আসছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। তৃণমূলকে আক্রমণ শানিয়ে সভা করছেন শুভেন্দু অধিকারীরা। তখন বিধানসভায় বিজেপিকে তীব্র আক্রমণ করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আবারও রাজ্যের ১০০ দিনের কাজের টাকা-সহ 'বকেয়া'র দাবি জানান তিনি। পাশাপাশি, তৃণমূল নেতাদের উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ভাবে কেন্দ্রীয় এজেন্সি দিয়ে হেনস্থারও অভিযোগ করলেন মমতা।অন্য দিকে, বিজেপি বিধায়কদের উদ্দেশে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন মমতা। তিনি বলেন, "কে কোথায় টাকা রাখছে, খোঁজ রাখছি। দিল্লিতে ক্ষমতায় আছে। তাই, ইডি-সিবিআইয়ের ব্যবহার হবে। তোমরা যখন ক্ষমতায় থাকবে না, তখন মানুষের উপর অত্যাচারের কড়ায়-গন্ডায় হিসেব হবে।''বুধবার বিধানসভায় তিনি বিরোধী দলের বিধায়কদের উদ্দেশে বলেন, "দিনের পর দিন বিধায়কদের তহবিলে টাকা বাড়ানো হয়। তখন তো বলেন না? রাজ্যের ২১ লক্ষ মানুষের টাকা আটকে রাখা হয়। অনেকের কোটি কোটি টাকা আছে, যাঁদের দরকার নেই। ২১ লক্ষ মানুষের টাকা আটকে রাখা হয়, তখন আপনাদের মন কাঁদে না। আর একটার বদলে দুটি বিড়ি খেলে চোর বলে!"

বস্তুত, বুধবার দুপুরে যখন বিধানসভায় মমতা বলছেন, তখন ধর্মতলার সভায় বক্তব্য করেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। মঙ্গলবার শুভেন্দুকে শীতকালীন অধিবেশন থেকে সাসপেন্ড করেছেন বিধানসভার স্পিকার বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়। শুভেন্দুরা যখন তৃণমূল সরকারের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ করে আক্রমণ শানান, তখন বিধানসভায় মমতার বক্তব্যে উঠে এসেছে 'কেন্দ্রীয় বঞ্চনা' এবং 'প্রতিহিংসার রাজনীতির' অভিযোগ।মমতা বলেন, "বিজেপি সব কিনে নিয়েছে! ১০০ দিনের কাজ। আবাস যোজনা, রাস্তার কাজের টাকা দেয়নি। জিএসটির নামে কর তুলে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। মাছের তেলে মাছ ভাজা হচ্ছে।" মমতার সংযোজন, "ভোটের সময় এবং ভোটের আগে-পরে সন্ত্রাসের অভিযোগ করে দল পাঠায় বিজেপি। অন্য দিকে, তৃণমূল বিধায়কদের

এরপর ৩ পাতায়

কতটা এগিয়েছে নিয়োগ দুর্নীতির তদন্ত?

বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়ের কাছে রিপোর্ট

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : বারবারই প্রশ্ন উঠেছিল তদন্তের অগ্রগতি নিয়ে। ক্ষোভ প্রকাশ করেছিলেন বিচারপতি। এবার প্রাথমিক নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় তদন্ত রিপোর্ট জমা দিল সিবিআই । ওএমআর শিট এবং অতিরিক্ত প্যানেল নিয়ে তদন্তের রিপোর্ট জমা দেওয়া হয়েছে বলে জানা যাচ্ছে। এদিনই বিচারপতি অভিজিত গঙ্গোপাধ্যায়ের এজলাসে ওই রিপোর্ট জমা দেওয়া হয়েছে।প্রসঙ্গত, এর আগে গত বছরের সেপ্টেম্বরে নিয়োগ দুর্নীতি কাণ্ডে সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দিয়েছিলেন বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়। তারপর থেকে জেলে ঢুকেছেন রাজ্যের একাধিক তাবড়-তাবড় রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব। শ্রীঘরে ঠাঁই হয়েছে প্রাক্তন মন্ত্রী থেকে আমলা, বিধায়কের। ঢুকেছেন কিছু নামজাদা তৃণমূল নেতাও। কিন্তু, তদন্ত প্রক্রিয়া কবে শেষ হবে সেই প্রশ্ন প্রায়শই উঠেছে। এরইমধ্যে গত অগস্টে তদন্তের অগ্রগতির বিষয়ে আদালতে তথ্য জমা দেওয়া হয়েছিল কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার তরফে। এবার ফের এল নতুন রিপোর্ট। এখন দেখার শুক্রবারের শুনানিতে নতুন কী নির্দেশ আসে আদালতের তরফে।কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার তরফে মোট ৫৪ পাতার রিপোর্ট জমা পড়েছে বলে খবর। এদিন এই রিপোর্ট জমার পরেই কোন পথে চলছে নিয়োগ দুর্নীতির তদন্ত, কতটা এগিয়েছে কাজ, সবটাই জানান সিবিআইয়ের সিটের প্রধান অশ্বিন শেনভি।

ইতিমধ্যেই আদালতের তরফে রিপোর্ট খতিয়ে দেখার কাজ চলছে। আগামী শুক্রবার মামলার শুনানি হবে বলে জানান বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়। তবে পরের শুনানির দিন সিবিআইয়ের সিটের প্রধান অশ্বিন শেনভি থাকতে পারেন বলেও শোনা গিয়েছে। তাঁকে হাজির থাকা কথা জানানো হয়েছে আদালতের তরফে। সেদিনও হতে চলতে পারে একদফার প্রশ্নোত্তর পর্ব।

নজিরবিহীন অনুপস্থিতি বিধানসভায়!

প্রথম ৭ প্রশ্ন কর্তা-ই গরহাজির অধিবেশনে

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : বিধানসভায় অনুপস্থিতির নজির। বিধানসভার অধিবেশনে অনুপস্থিত প্রথম ৭ প্রশ্ন কর্তা বিধায়ক-ই। যা দেখে রীতিমতো ক্ষুব্ধ হলেন স্পিকার বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়। নজিরবিহীন ঘটনা! অতীতে যা নাকি কখনও হয়নি। যে একেবারে প্রথম ৭ প্রশ্ন কর্তা-ই অনুপস্থিত। এটা কেন এমন হবে? জানতে চান স্পিকার। বলেন, এটা দুর্ভাগ্যজনক। শেষমেশ অষ্টম প্রশ্ন কর্তাকে দিয়েই অধিবেশন শুরু করতে হয় স্পিকার বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়কে। অষ্টম প্রশ্ন কর্তা ছিলেন শওকত মোল্লা। উল্লেখ্য, এদিন বিধানসভায় একজন বিজেপি বিধায়কও ছিলেন না। শুভেন্দু অধিকারী এলেও, তিনি তাঁর নিজের ঘরেই ছিলেন। গতকালই তাঁকে সাসপেন্ড করা হয়।বাকি ৪ জন বিরোধী বিধায়ক। তৃণমূলের অনুপস্থিত বিধায়কদের মধ্যে রয়েছেন দেবেশ মণ্ডল, অপূর্ব সরকার, রফিকুল ইসলাম মন্ডল। অতীতে এরকম কোনও দিন হয়নি, যখন বিধানসভার অধিবেশনে প্রথম ৭ প্রশ্নকর্তা অনুপস্থিত। এই নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করে স্পিকার বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'খুবই স্কেলিটন উপস্থিতি। বিশেষ করে ট্রেজারি বেঞ্চকে (সরকারি বেঞ্চ) বলব এটা কী? শাসক দলের চিফ হুইপ বা সরকার পক্ষের মুখ্য সচেতকও অনুপস্থিত!"

চুক্তিভিত্তিক মার্কেটিং জানার সাংবাদিক নিয়োগ করা হবে। সব রাজ্যে, সব জেলা ও মহকুমাতে।

যে সব মার্কেটিং জানা সাংবাদিকরা কাগজের সঙ্গে যুক্ত হতে ইচ্ছুক ,

যোগাযোগ করুন ৯৫৬৪৩৮২০৩১

বিনা ব্যয়ে চক্ষু ও স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : এমডি সালমান হেলাল -রাস পূর্ণিমা উপলক্ষে আশ্রম প্রতিষ্ঠাতা সদস্যা ইরা মৈত্র স্মরণে রাউতাড়ী লোকনাথ বাবার আশ্রমে মানব সেবার উদ্দেশ্যে রানাঘাট লায়ন্স ক্লাব ও চক্ষু হাসপাতালের সহযোগিতায় বিনা ব্যয়ে চক্ষু ও স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির এবং ২৫০ জন দুস্থদের মধ্যে দুপুরের আহার বিতরণ। উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন চাকলা ধামের চেয়ারম্যান-নবকুমার দাস, চাকলা ধামের কোষাধ্যক্ষ স্বপন সেন এবং গোপালবাবু, ডক্টর প্রকাশ মল্লিক, কাশীনাথ বসাক, অজয় চট্টোপাধ্যায়, সমিরন ঘোষ।

শুধু আজানেই শব্দ দূষণ হয়,

মন্দিরের নাম সংকীর্তনে হয় না? প্রশ্ন কোর্টের

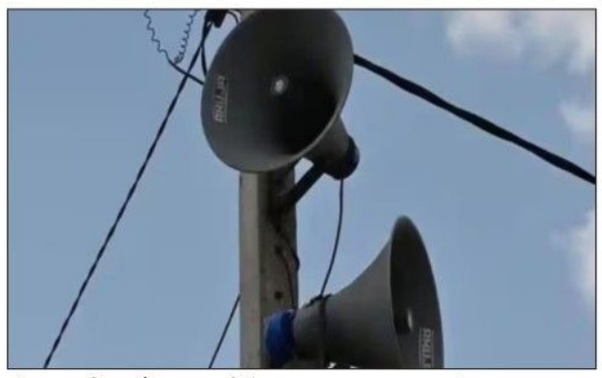

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : মসজিদের নমাজ পাঠের আগে আজান দিতে মাইকের ব্যবহার নিয়ে বিতর্ক বহু পুরনো। দেশের কম-বেশি সব রাজ্যেই ভোরের আজানে মাইকের ব্যবহার আদালতের নির্দেশে বন্ধ হয়ে গিয়েছে। প্রসঙ্গত, গত বছর মহারাষ্ট্র ও কর্নাটকে আজানে মাইকের ব্যবহার বন্ধে সরব হয়েছিল একাধিক হিন্দুত্ববাদী সংগঠন। সরকারি নির্দেশে দুই রাজ্যেই বহু মসজিদ কর্তৃপক্ষ মাইক খুলে নেন। অন্যদিকে, উত্তরপ্রদেশ সরকার মন্দির, মসজিদ নির্বিশেষে মাইক বাজানো নিষিদ্ধ করে দিয়েছে। শুধুমাত্র মন্দির বা মসজিদ পরিসরের মধ্যে অল্প শব্দ মাত্রার একটি মাইক ব্যবহারের অনুমতি দিয়েছে যোগী আদিত্যনাথের সরকার।

গুজরাত হাই কোর্টে একটি জনস্বার্থের মামলায় দাবি করা হয়, আজানে মাইকের ব্যবহার বন্ধ করার নির্দেশ দিক আদালত।এরফলে শব্দ যন্ত্রণা হয়। বিশেষভাবে ক্ষতি হয় বয়স্ক ও শিশুদের।

এই মামলায় গুজরাত হাই কোর্টের প্রধান বিচারপতি সুনীতা অগ্রবাল এবং বিচারপতি অনিরুদ্ধ মাহি প্রশ্ন তুলেছেন, শব্দযন্ত্রণা, শব্দ দূষণ কি শুধু মসজিদের মাইক, এমনকী খালি গলায় আজান দিলেই হয়? মন্দিরগুলিতে যে ভোর রাত থেকে নাম সংকীর্তন হয় তাতে শব্দ-সমস্যা হয় না?

গুজরাত হাই কোর্ট আরও বলেছে, আজানের মাইক দিনে কয়েক দফায় মিনিট দশেক সময় বাজে। সেখানে নাম সংকীর্তন দীর্ঘ সময় ধরে চলে। তাহলে শব্দযন্ত্রণা, শব্দ-দূষণের কারণে কেন শুধু মসজিদের মাইক খোলার দাবি তোলা হচ্ছে? কেন ভোরের খালি গলার আজানও নিষিদ্ধ করার দাবি তোলা হচ্ছে? আদালত বলে, দীর্ঘদিন ধরে আজান ব্যবস্থা চালু আছ। হঠাত করে আদালত তাতে হস্তক্ষেপ করতে যাবে কেন?মামলাটি দায়ের করেছিলেন বিশ্ব হিন্দু পরিষদের যুব শাখা বজরং দলের নেতা শক্তিসিংহ ঝালা। তিনি দাবি করেন, আজানের মাইকের শব্দে আশপাশের মানুষ, বিশেষ করে বয়স্ক ও শিশুদের সমস্যা হয়। জবাবে দুই বিচারপতির বেঞ্চ মামলাকারীর উদ্দেশে বলে, আপনি কি জোর দিয়ে দাবি করতে পারেন যে মন্দিরের গান-বাজনার শব্দ শুধুমাত্র মন্দির পরিসরের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে।

দুই বিচারপতি বলেন, আমাদের কাছে কোনও বৈজ্ঞানিক রিপোর্ট নেই যাতে বলা হয়েছে, আজানের মাইকের শব্দ কারও অসুস্থতার কারণ হয়েছে। বিচারপতিরা বলেন, শব্দ দূষণ মাপার বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থা আছে। মামলাকারী বিজ্ঞানের উপর ভরসা না রেখে স্রেফ আজানে মাইকের ব্যবহার নিষিদ্ধ করার দাবি পেশ করেছেন। এমন দাবি মানা সম্ভব নয়।

নিম্নমানের খাবারে কমেছে ওজন, দেখেননি সূর্যের আলোও,

দুঃসহ অভিজ্ঞতা হামাসের পণবন্দিদের

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : নির্জন কারাবাস, দিনের পর দিন সূর্যের মুখ না দেখা, খাবার দাবারেও নেই পুষ্টির ছোঁয়া- এভাবেই দিন কেটেছে হামাসের পণবন্দিদের। মুক্তির পরে তাঁদের সকলেরই ওজন কমে গিয়েছে উল্লেখযোগ্য ভাবে। যদিও ঠিক কী ধরনের অভিজ্ঞতা হয়েছে তাঁদের, তা নিয়ে এখনও পর্যন্ত মুক্তিপ্রাপ্তদের কেউই মুখ খোলেননি।পণবন্দিরা জানিয়েছেন, ভাত, নোনতা চিজ, ক্যানবন্দি হামুস ফাভা বিনস (এক ধরনের শুকনো বীজ) খেতে দেওয়া হয়েছে তাঁদের। কিন্তু ফলমূল, সবজি কিংবা ডিম নয়। এও জানা যাচ্ছে, সময় কাটাতে কাগজ-কলম কিংবা পেনসিল চাইলেও সেকথা শোনেনি হামাস জঙ্গিরা। আসলে তাদের ভয় ছিল, এভাবে কোনও তথ্য পাচার করা হতে পারে। সুতরাং টিভি ও পড়াশোনা ছাড়াই থাকতে হয়েছে পণবন্দিদের। সময় কাটানোর একমাত্র উপায় ছিল একে অপরের সঙ্গে কথা বলা।

কিন্তু সকলের সেই সুযোগও ছিল না। যেমন ১২ বছরের ফরাসি-ইজরায়েলি বালক এইটান ইয়াহালোমি। সোমবার মুক্তি পাওয়ার পরে সেই ছোট্ট ছেলেটি জানিয়েছে, তাকে একটা ঘরে একলা রেখে দেওয়া হয়েছিল ১৬ দিন। ছেলেটির ঠাকুমা জানিয়েছেন, তাঁর নাতির কানেরও খুব ক্ষতি হয়েছে লাগাতার বোমার আওয়াজে। কিন্তু তাঁদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করতে গিয়েই শিউরে উঠছেন চিকিৎসকরা। সংবাদ সংস্থা এএফপি সূত্রে এমনটাই জানা যাচ্ছে।

এখনও পর্যন্ত মুক্তি পেয়েছেন ৫০-এরও বেশি ইজরায়েলি পণবন্দি। তাঁদের মধ্যে মহিলাদের পাশাপাশি রয়েছে বহু শিশুও। পাশাপাশি মুক্তি দেওয়া হয়েছে বহু বিদেশিকেও। এর মধ্যে অন্তত ১৭ জন থাইল্যান্ডের নাগরিক। সকলকেই হাসপাতালে চেকআপ করা হয়েছে। কিন্তু মুক্তিপ্রাপ্তরা কিংবা হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ, কেউই সেভাবে মুখ খোলেননি তাঁদের অভিজ্ঞতার বিষয়ে। কিন্তু সরাসরি কিছু বলা না

এরপর ৩ পাতায়

১-ম পাতার পর

চব্বিশে এত আসনে জেতান যাতে মোদি বলতে পারেন বাংলার জন্য প্রধানমন্ত্রী হয়েছি, ভোটারদের বার্তা অমিত শাহের

বলেন, ''এই ময়দানেই সুরাবুর্দি খান ডায়রেক্ট অ্যাকশন প্ল্যানের কথা বলেছিলেন। আবার এই ময়দানেই সুরাবর্দির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিলেন গোপাল মুখোপাধ্যায়। যে কারণে পশ্চিমবঙ্গ আজ ভারতের মধ্যে রয়েছে।''

তবে অনেকে বলছেন, মেরুকরণের রাজনীতি করা ছাড়া বিজেপির আর কোনও উপায়ও নেই। কারণ, সাম্প্রতিক সমস্ত নির্বাচনের ফলাফলের বিশ্লেষণ বলছে, সংখ্যালঘু ভোট একচেটিয়া ভাবে টেনে নিয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ফলে বিজেপিকে মেরুকরণের রাজনীতির উপর জোর দিতেই হবে।বুধবারের সভা থেকে শাহ আবার অনুপ্রবেশ নিয়ে সরব হন তৃণমূলের বিরুদ্ধে। তিনি বলেন, "বাংলায় বেলাগাম অনুপ্রবেশ চলছে। অসমে বিজেপির সরকার রয়েছে। সেখানে অনুপ্রবেশ বন্ধ হয়ে গিয়েছে। আর বাংলায় কী হচ্ছে? সমাজমাধ্যমে বিজ্ঞাপন দিয়ে বলা হচ্ছে, বাংলাদেশ থেকে যারা আসছে, তাদের ভোটার কার্ড, আধার কার্ড করে দেওয়া হবে। কিন্তু রাজ্য পুলিশ চুপ করে বসে রয়েছে।" যা নিয়ে তৃণমূল মুখপাত্র কুণাল ঘোষ বলেন, "অনুপ্রবেশ হলে তা সীমান্ত দিয়ে হয়। সীমান্ত সামলায় অমিত শাহের বিএসএফ। তা হলে তো ওঁর আগে নাকখত দেওয়া উচিত!"

সংক্ষিপ্ত বক্তৃতায় আরও এক বার নাগরিকত্ব সংশোধন আইন (সিএএ) বলবত করার কথা বলেছেন শাহ। বুধবারের সভায় কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, "সিএএ দেশের আইন। তা বলবত হবেই। তাকে কেউ রুখতে পারবে না।" সেই সঙ্গে শাহ আরও বলেন, "সিএএ চালু হলে বাংলাদেশ থেকে এ পারে আসা কোনও হিন্দুর কোনও সমস্যা হবে না। এই মাটিতে আপনার-আমার যতটা অধিকার, তাঁদেরও ততটাই অধিকার।" প্রসঙ্গত, মতুয়া অধ্যুষিত অঞ্চলে সিএএ ছিল গত লোকসভা ভোটের মূল ইস্যু। তা কেন বলবত হচ্ছে না তা নিয়ে বনগাঁ, রানাঘাট এলাকায় ক্ষোভও রয়েছে। যা নিয়ে মাঝে এক প্রকার বিদ্রোহ করেছিলেন বনগাঁর সাংসদ শান্তনু ঠাকুর। তিনি অবশ্য এখন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী।

তবে পাশাপাশিই বিজেপির দুই প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ এবং রাহুল সিংহ বাংলার সংখ্যালঘুদের বার্তা দিতে চেয়েছেন। দিলীপ বলেন, "গত বার মুসলিমরা ভোট দেননি। কিন্তু তা-ও বিজেপি (সারা দেশে) ৩০৩টি আসন পেয়েছিল। সরকারে এসে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সেই সংখ্যালঘুদের জন্যও প্রকল্প করেছেন। তাঁরা তা পেয়েছেন। বাংলায় সে সব আটকে দিয়েছে তৃণমূল। মোদীর আগে কেউ সংখ্যালঘুদের কানাকড়িও দেয়নি। সবাই ধর্মনিরপেক্ষতার নামে ছলচাতুরি করেছে। তাই আপনাদেরও ভাবতে হবে।" রাহুলও বোঝাতে চান, সংখ্যালঘুদের ভোটের জন্য ব্যবহার করা হচ্ছে। যারা এই কাজ করছে, তাদের চিহ্নিত করতে হবে।

১-ম পাতার পর

সুড়ঙ্গে ফিরেছিল ছোটবেলা, মাটির নিচে এই খেলাতেই মজেছিলেন আটকে পড়া শ্রমিকরা!

ধরেন তিনি। বলেন, 'প্রথম কয়েকটা ঘণ্টা আমরা বুঝতেই পারিনি কে কোথায় রয়েছে। ওই গভীর সুড়ঙ্গ থেকে বেরিয়ে আসতে পারব সেটা আশাও করিনি। অক্সিজেন, পানীয় জল কিছুই ছিল না। পাহাড় থেকে চুইঁয়ে আসা জল দিয়ে তৃষ্ণা মিটিয়েছি।'

তবে প্রবল সমস্যার মধ্যেও মনের জোর হারাননি শ্রমিকরা। অরি জানান, 'আমাদের মধ্যে অনেকেই কমবয়সি। তবে সকলেই বুঝেছিলাম যে ভয় পেলে চলবে না। তাই একে অপরের পাশে থেকেছি। কেউ জল এনেছে, কেউ কম্বল পেতে দিয়ে ঘুমনোর ব্যবস্থা করেছে।' আটকে পড়েও যেন মন মেজাজ ঠিক থাকে, তাই ক্রিকেট খেলতেন শ্রমিকরা। সুড়ঙ্গের মধ্যে ক্রিকেট কীভাবে? অরি জানান, 'আমাদের মোজার মধ্যে কাপড় ভরে বল বানাতাম। তার পর যেকোনও লাঠি দিয়ে ব্যাট বানিয়ে খেলতাম, ঠিক ছোটবেলার মতো। রাজা মন্ত্রী চোর সিপাইও খেলেছি।'

প্রচ্ছন্ন অবস্থায় থেকে সুনিয়ন্ত্রিত পন্থায় ক্ষেপণাস্ত্র ধ্বংসে সক্ষম

রণতরী নির্মাণ প্রকল্প ১৫ বি-র আওতায় তৈরি ইয়ার্ড ১২৭০৬(ইম্ফল)-এর শিখরচিহ্ন প্রকাশ করলেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : প্রচ্ছন্ন অবস্থায় থেকে সুনিয়ন্ত্রিত পন্থায় ক্ষেপণাস্ত্র ধ্বংসে সক্ষম রণতরী নির্মাণ প্রকল্প ১৫ বি-র আওতায় তৈরি চতুর্থ সমরতরণী ইয়ার্ড ১২৭০৬(ইম্ফল)-এর শিখরচিহ্ন প্রকাশ করলেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং। ২৮ শে নভেম্বর ২০২৩ নতুন দিল্লিতে এই উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মণিপুরের মুখ্যমন্ত্রী এন বীরেন সিং। ইম্ফলের শিখরচিহ্নে রয়েছে কাংলা প্রাসাদ এবং 'কাংলা-সা'-র প্রতিচ্ছবি- যা ভারতের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব ও নিরাপত্তা রক্ষায় মণিপুরের মানুষের অবদানের প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ। শিখরচিহ্নের বাঁদিকে রয়েছে কাংলা প্রাসাদ এবং ডানদিকে 'কাংলা-সা'। কাংলা প্রাসাদ মণিপুরের এক অনন্য ঐতিহাসিক ও পুরাতাত্ত্বিক নিদর্শনস্থল। এই প্রাসাদ অতীত দিনের রাজাদের রাজধানী। 'কাংলা-সা' হল মণিপুরের অতীত দিনের বিভিন্ন গাথায় বর্ণিত একটি কল্পিত প্রাণী- যার মাথা ড্রাগনের, শরীরের বাকি অংশ সিংহের মত। ওই অঞ্চলে প্রচলিত কাহিনী অনুযায়ী এই কল্পিত সত্ত্বা মানুষের অভিভাবক ও রক্ষক। ভারতীয় নৌবাহিনীর ওয়ারশিপ ডিজাইন ব্যুরো-র নকশায় এই জাহাজটি তৈরি হয়েছে, মুম্বইয়ের মাজাগাঁও ডক শিপবিল্ডার্স লিমিটেডে। দেশীয় পদ্ধতিতে নির্মিত এই যুদ্ধজাহাজব বিশ্বের সর্বাধুনিক রণতরীগুলির সঙ্গে তুলনীয়। ২০২৩ এর ২০ শে অক্টোবর মাজাগাঁও ডক শিপবিল্ডার্স লিমিটেড জাহাজটি তুলে দেয় ভারতীয় নৌসেনার হাতে। ৭,৪০০ টন ওজনের ইম্ফল ১৬৪ মিটার দীর্ঘ। জাহাজটিতে রয়েছে অত্যাধুনিক অস্ত্রাদি এবং সংবেদী যন্ত্র ; ভূমি থেকে আকাশে নিক্ষেপ যোগ্য ক্ষেপণাস্ত, জাহাজ বিধ্বংসী ক্ষেপণাস্ত্র, টরপেডো ইত্যাদি। গ্যাস চালিত এই জাহাজের সর্বোচ্চ গতিবেগ ঘন্টায় ৫৬ কিলোমিটার। জাহাজের খোল তৈরি হয় ২০১৭-র ১৯ শে মে। ২০১৯-এর ২০ শে এপ্রিল তাকে জলে ভাসানো হয়। পরীক্ষমূলক ভিত্তিতে তার প্রথম সমুদ্র যাত্রা ২০২৩-এর ২৮ শে এপ্রিল। এর ৬ মাসের মধ্যে তাকে তুলে দেওয়া হয় নৌবাহিনীর হাতে। 'আত্মনির্ভর ভারত কর্মসূচি'র ক্ষেত্রে এ এক বড় মাইল ফলক। সামুদ্র রীতি অনুযায়ী ভারতের বহু রণতরী নানান শহর, পর্বতমালা, নদী ও দ্বীপের নামাঙ্কিত। তবে, ইম্ফল-ই হল উত্তর-পূর্বাঞ্চলের কোনো শহরের নামাঙ্কিত বড় কোনো যুদ্ধ জাহাজ। ২০১৯-এর ১৬ ই এপ্রিল এবিষয়ে অনুমোদন দেন রাষ্ট্রপতি। নতুন দিল্লির আজকের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন তিন বাহিনীর সম্মিলিত প্রধান জেনারেল অনিল চৌহান, নৌ-সেনাধ্যক্ষ এডমিরাল আর হরিকুমার এবং প্রতিরক্ষামন্ত্রক ও মণিপুর সরকারের শীর্ষ আধিকারিকরা।

ষোড়শ অর্থ কমিশনের কাজের শর্তাবলী

স্থির করে দিল কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা

নয়াদিল্লি, ২৯ নভেম্বর, ২০২৩ : নিউজ সারাদিন : প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা আজ ষোড়শ অর্থ কমিশনের কাজের শর্তাবলী স্থির করে দিয়েছে। এ সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি জারি হবে উপযুক্ত সময়ে। সরকারের অনুমোদন সাপেক্ষে ষোড়শ অর্থ কমিশনের কার্যকালের মেয়াদ ২০২৬-এর পয়লা এপ্রিল থেকে পাঁচ বছর। সংবিধানের ২৮০(১) ধারা অনুযায়ী, অর্থ কমিশনের মাধ্যমে কেন্দ্র এবং রাজ্যগুলির মধ্যে কর রাজস্ব ভাগাভাগি, অনুদান এবং নির্দিষ্ট সময়সীমায় পঞ্চায়েতের অর্থ সংস্থানের বিষয়টি স্থির হয়। পঞ্চদশ অর্থ কমিশন তৈরি হয় ২০১৭-র ২৭ নভেম্বর। ঐ কমিশনের কার্যকালের মেয়াদ ২০২০-র পয়লা এপ্রিল থেকে পরের ছ'বছর।

ষোড়শ অর্থ কমিশনের কাজের শর্তাবলী :

(১) কর রাজস্ব ভাগাভাগি হবে সংবিধানের দ্বাদশ বিভাগের প্রথম অধ্যায় অনুযায়ী।

(২) কনসলিডেটেড ফান্ড অফ ইন্ডিয়া থেকে রাজস্ব বাবদ রাজ্যগুলির অনুদানের বিষয়টি নির্ধারিত হবে সংবিধানের ২৭৫ ধারা মোতাবেক।

(৩) রাজ্যগুলির কনসলিডেটেড ফান্ড বাড়ানো এবং পঞ্চায়েত ও পুরসভাগুলির জন্য অতিরিক্ত সংস্থানের বিষয়টি স্থির হবে সংশ্লিষ্ট রাজ্যের অর্থ কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী।

বিপর্যয় মোকাবিলা সংক্রান্ত উদ্যোগের ক্ষেত্রে এই কমিশন বিপর্যয় মোকাবিলা আইন, ২০০৫-এর আওতায় বর্তমান সংস্থানগুলির বিষয়ে পুনর্বিবেচনা করতে পারে। ২০২৫-এর ৩১ অক্টোবরের মধ্যে এই কমিশন রিপোর্ট জমা দেবে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, পঞ্চদশ অর্থ কমিশন গঠিত হয় ২০১৭-র ২৭ নভেম্বর। ২০২০-২১ থেকে ২০২৪-২৫ পর্যন্ত সময়কালে প্রয়োজনীয় সুপারিশের দায়িত্ব ছিল এই কমিশনের ওপর। তবে, পঞ্চদশ অর্থ কমিশনের শর্তাবলী কিছুটা পরিমার্জিত করে দু'বার প্রতিবেদন পেশ করার কথা বলা হয়েছে। প্রথমটি ২০২০-২১ অর্থবর্ষের জন্য, পরেরটি ২০২১-২২ থেকে ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষের জন্য। সাধারণভাবে অর্থ কমিশনের রিপোর্ট পেশ হতে দু'বছর সময় লাগে। সংবিধানের ২৮০ ধারা অনুযায়ী, প্রতি পাঁচ বছর অর্থ কমিশন গঠিত হয়। কিন্তু, পঞ্চদশ অর্থ কমিশনের ক্ষেত্রে মেয়াদ বাড়িয়ে ২০২৬-এর ৩১ মার্চ পর্যন্ত করার ফলে ষোড়শ অর্থ কমিশন গঠিত হচ্ছে এই সময়ে।

২ পাতার পর

নিম্নমানের খাবারে কমেছে ওজন, দেখেননি সূর্যের আলোও, দুঃসহ অভিজ্ঞতা হামাসের পণবন্দিদের

হলেও ধীরে ধীরে ছড়াতে শুরু করেছে পণবন্দি থাকা মানুষদের দুঃসহ অভিজ্ঞতার কথা। বিশেষ করে তাঁদের আত্মীয়স্বজনদের মুখ থেকে। অথবা দু-এক চিকিৎসকের কথায় ধরা পড়েছে ছবিটা। শামির মেডিক্যাল সেন্টারে চিকিতসা হয়েছিল ১৭ থাই নাগরিকের। সেখানকার মেডিক্যাল টিমের প্রধান রনিত জাইদেনস্টাইন জানিয়েছেন, তিনি যাঁদের দেখেছেন, সকলকেই অত্যন্ত অপুষ্টিকর খাবার দেওয়া হয়েছিল বন্দিদশায়। তাঁর কথায়, 'সকলেই উল্লেখযোগ্য ভাবে ওজন হারিয়েছেন। তাও এত অল্প সময়ের মধ্যে! ১০ শতাংশ কিংবা তারও বেশি ওজন কমেছে তাঁদের।' আর এক চিকিতসক মার্গারিটা মাশাভি, যিনি উলফসন মেডিক্যাল সেন্টারে কর্মরত, তিনি জানিয়েছেন, 'ওঁদের আলোর সামনে যেতেই দেওয়া হয়নি। সারা দিনে বড়জোর ঘণ্টা দুয়ে...'

২ পাতার পর

বিধানসভায় বিজেপিকে নিশানা মমতার

বাড়িতে ইডি-সিবিআই পাঠানো হচ্ছে।"

বিধানসভায় মমতা বলেন, ''আমি জীবন্ত মা দুর্গা সাজলে কেউ গ্রহণ করবে না। সব দলেই ভাল এবং খারাপ আছে। সিপিএম বা ও দিক (বিজেপি) থেকে আসা লোক অন্যায় করতে পারে। ব্যবস্থা নিয়েছি। আর কৃষ্ণ কল্যাণী, তন্ময় ঘোষকে হুমকি দিয়ে বলেছে তোমার বাড়িতে ইডি যাবে। চলে গেল!" উল্লেখ্য, বিজেপিত্যাগী কৃষ্ণ কল্যাণী অভিযোগ করেছিলেন, বিধানসভায় তাঁকে হুমকি দিয়েছিলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। বলা হয়েছিল, তাঁর বাড়িতে আয়কর হানা হবে। ঘটনাক্রমে কয়েক মাস আগে কৃষ্ণের বাড়িতে ইডি এবং আয়কর অভিযান হয়।

১-ম পাতার পর

কালো পোশাক না পরে আসায় ভৎর্সনার মুখে মন্ত্রী বিধায়কেরা

নজরে আসার পর অধিবেশনে সেই সমস্ত বিধায়কদের ভতর্সনা করেন বিদ্যুতমন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস। জানতে চান কেন তারা দলীয় নির্দেশ অমান্য করেছেন? বিধায়ক এবং মন্ত্রীরা নিজেদের মতো করে জবাব দেন। দলের তরফ থেকে অরূপ জানিয়ে দেন, অবিলম্বে তাঁদের কালো পোশাকের ব্যবস্থা করে তা পরে আসতে হবে। জানিয়ে দেওয়া হয়, কালো পোশাক পরলে তবেই অম্বেডকর মূর্তির নীচে দলের অবস্থানে যোগদান করা সম্ভব হবে।

রাজ্যের ক্রেতা সুরক্ষা দফতরের মন্ত্রী বিপ্লব মিত্র সাধারণ পোশাক পরে বিধানসভায় এসেছিলেন। তিনি বলেন, 'আমি কলকাতায় সে অর্থে থাকি না। তাই কালো পোশাক ছিল না হাতের কাছে। সকালেই কালো পোশাক কিনতে পাঠিয়েছি, এলেই তা পরে নেব।' কথা মতো বাইরে থেকে কালো পোশাক কিনে এনে বিধানসভাতেই নিজের পোশাক বদল করেন মন্ত্রী বিপ্লব। কালো পোশাক হাতের কাছে পাননি প্রাণী সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রী স্বপন দেবনাথও। তাই বিধানসভার প্রথমার্ধে একটি কালো চাদর গায়ে দিয়ে অধিবেশনে যোগদান করেন তিনি। পরে বাইরে থেকে কালো পোশাক আনিয়ে বিধানসভাতেই নিজের ঘরে পোশাক বদল করেন তিনি।

ভারতের সর্বাধিক বাংলা দৈনিক ই পেপার
সারাদিন
বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে
২ বর্ষ ৩২৪ সংখ্যা ৩০ নভেম্বর, ২০২৩ বৃহস্পতিবার ১৩ অগ্রহায়ণ, ১৪৩০

সম্পাদকীয়

প্রধানমন্ত্রী জনজাতি আদিবাসী ন্যায় মহা অভিযান-এ কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার অনুমোদন

প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা প্রধানমন্ত্রী জনজাতি ন্যায় মহা অভিযান-এ ছাড়পত্র দিয়েছে। এজন্য খরচ ধরা হয়েছে ২৪,১০৪ কোটি টাকা। এর মধ্যে কেন্দ্র দেবে ১৫,৩৩৬ কোটি টাকা এবং সংশ্লিষ্ট রাজ্যগুলি দেবে ৮,৭৬৮ কোটি টাকা। ১১টি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে নয়টি মন্ত্রক জনকল্যাণমূলক নানান উদ্যোগ নেবে প্রকল্পটির আওতায়। জনজাতীয় গৌরব দিবসে খুঁটি থেকে প্রধানমন্ত্রী এই কর্মসূচির ঘোষণা করেছিলেন। ২০২৩-২৪ বাজেট ভাষণে বলা হয়েছে যে, বিশেষভাবে সঙ্কটাপন্ন আদিবাসী গোষ্ঠী (পিভিটিজি)-গুলির আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে প্রধানমন্ত্রী পিভিটিজি অভিযান-এর সূচনা হবে। এই প্রকল্পের মাধ্যমে বিশেষভাবে সঙ্কটাপন্ন আদিবাসী গোষ্ঠীভুক্ত পরিবারগুলির কাছে নিরাপদ আবাসন, পরিশ্রুত পানীয় জল ও শৌচ ব্যবস্থাপনা, উন্নতমানের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সড়ক এবং টেলি-যোগাযোগ পরিষেবা পৌঁছে দেওয়া হবে। প্রকল্পটির রূপায়ণে আগামী ৩ বছর তপশিলি উপজাতি বিকাশ কর্মপরিকল্পনার আওতায় ১৫ হাজার কোটি টাকা দেওয়া হবে।

২০১১-র জনগণনা অনুযায়ী, ভারতে ১০.৪৫ কোটি আদিবাসীর বাস। এঁদের ৭৫টি গোষ্ঠীকে বিশেষভাবে সঙ্কটাপন্ন আদিবাসী গোষ্ঠী হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। এঁরা ছড়িয়ে আছেন ১৮টি রাজ্য এবং আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে। সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং শিক্ষাগত ক্ষেত্রে এই গোষ্ঠীগুলি অনেকটাই পিছিয়ে আছে। সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের আওতায় ৪.৯ লক্ষ পরিবারের জন্য পাকা বাড়ি, ৮ হাজার কিলোমিটার সড়ক, প্রতিটি পিভিটিজি পরিবারে নলবাহিত জল সংযোগ, ২০-র কম পরিবারের বাস এমন ২,৫০০টি গ্রামে জল সরবরাহের সুবন্দোবস্ত করা হবে। গড়ে তোলা হবে ২,৫০০টি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র। বিভিন্ন গ্রামে তৈরি হয়ে উঠবে ৩ হাজার মোবাইল টাওয়ার। এছাড়াও, আয়ুষ মন্ত্রক ঐ অঞ্চলগুলিতে আয়ুষ কল্যাণ কেন্দ্র গড়ে তুলবে। ভ্রাম্যমান যানে পরিবারগুলির কাছে পৌঁছে দেওয়া হবে চিকিৎসা পরিষেবা। দক্ষতা বিকাশ এবং ঔদ্যোগিকতা মন্ত্রক ঐসব প্রান্তিক এলাকায় বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণেরও ব্যবস্থা করবে।

দৈনিক কাগজের সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার

খুন হতে পারে আশঙ্কা প্রকাশ পরিবারের

(৩য় পর্ব)

জানিও তেমনি কোন সুবিধা আজ মেলেনি। ফোন চুরি হয়ে গেলে ক্যানিং জিআরপিতে হারিয়ে যাওয়ার ডায়েরি করতে হয়, এটা তো ঠিক অবাক হয়ে যাওয়ার মতন কথা। সবচেয়ে বড় কথা যদি ফোনটি উদ্ধার করে দেয় তাহলে সবকিছু মেনে নেওয়া সম্ভব। কিসের উদ্দেশ্যেই এমনই ঘটনা বারবার ঘুরছে যা প্রশাসন জেনেও নির্বাক কেন, তাহলে কি সম্পাদক যেকোনোভাবে খুন বা মারা গেলেই রাজনৈতিকভাবে সুবিধা পাবে এক শ্রেণী নেতারা। সেই পরিকল্পনা কি বিভিন্নভাবে বিভিন্ন কৌশলে হতো, তবে হঠাৎ মৃত্যু যে কোনোভাবে যদি হয়ে যায় সম্পাদকে সম্পূর্ণ দায়ী থাকবে একশ্রেণীর স্থানীয় রাজনৈতিক নেতারা। এই বর্বরতার হাত থেকে মনে হয় এরাই দেবে না বলেই ,উদ্দেশ্যে প্রমাণিত হবে বিভিন্ন কৌশলগত অত্যাচার চলছে। লোকাল রাজনৈতিক এক নেতা নাম প্রশাসন জানিও তার কি উদ্দেশ্য বারবার সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদারের পরিবারকে বিভিন্নভাবে ডিস্টার্ব করছে। প্রশ্ন হলো এই রাজনৈতিক নেতারা প্রশাসনিকভাবে জেট ক্যাটাগরি ওয়াই ক্যাটাগরি নিরাপত্তা এই ব্লকে পায় ,যে ব্লকে সম্পাদক থাকে এই ব্লকের সম্পাদকের নিরাপত্তার

ক্রমশঃ

বাঙালি ধর্ম ও সমাজ সংস্কারক মহাপ্রভু চৈতন্যদেব

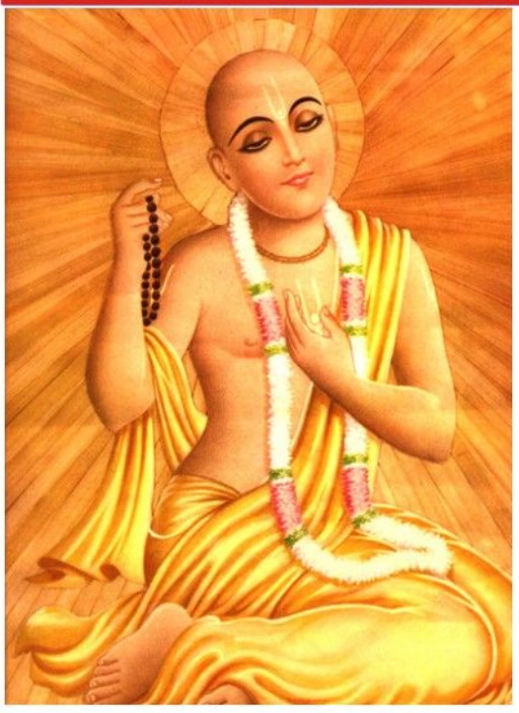

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

ঐতিহাসিক ও সামাজিক পটভূমির এই পরিচয়ের ভিত্তিতে চৈতন্য তিরোভাবের বিবৃতিগুলি আর একবার পরীক্ষা করে দেখা যেতে পারে।জয়ানন্দ চৈতন্যের দেহাবসানের একটা বাস্তবানুগ বিবরণ দিয়ে বলেছেন তাঁর মায়া শরীর টোটার মাটিতে পড়ে ছিল। কিন্তু তাঁর কথামত সত্যই যদি এই ঘটনা গদাধর পণ্ডিতের সামনে ঘটত, তাহলে চৈতন্যের শবদেহের

ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

আত্মরক্ষার তাগিদে শুরু হয়েছে পূজা বা ধর্মীয় আচরণ

মৃত্যুঞ্জয় সরদার
(প্রথম পর্ব)

মানুষের বাঁচার ইচ্ছা প্রবল, আধ্যাত্মিক বিষয়ে যারা দিনের পর দিন উপলব্ধি করেছে ঈশ্বর তাদের পাশে আছে। বিভিন্নভাবে বিভিন্ন রূপে প্রমাণিত। জীবনে চলার পথে প্রচুর মানুষ তা উপলব্ধি করতে পারে। তাই লেখাটি শুরু করার আগেই আমার একান্ত মতামত তুলে ধরতে চাই। আমার সাংবাদিকতা জীবনে, আমার উপরে অত্যাচার অবিচার অন্যায় কিনা হয়নি, মিথ্যা মামলা দিয়ে জেলে ভরে দিয়েছিল এক শ্রেণীর রাজনৈতিক নেতারা। আজও অত্যাচার অব্যাহত। এই কথাটি বলা বা লেখার একান্ত ইচ্ছা না থাকলেও মানবজীবনের অনুভূতির পিছনে লুকিয়ে থাকে, সভ্যতা ও ধর্মের ইতিহাস।২০০৮ সালে সত্য সংবাদ প্রকাশ করার ফলে ,পরিনাম হয়েছিল আমার জীবনে ভয়ংকর। শাসক দলের নেতারা আমাকে ঘরছাড়া করে দিয়েছিল। ক্যানিং এর এক শুভাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিত্ব, আমার বন্ধু, তিনি ধর্ম চর্চা করতেন দিপেন্দু।এই রকম ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির মাঝে আমার শুভাকাঙ্ক্ষী হয়ে উঠেছিলেন। দিব্যেন্দুর হাত ধরে আমি শিয়ালদায় একটি জায়গায় মাথা গোঁজার ঠাঁই পেয়েছিলাম। হিন্দু ধর্মের নেতা তপন কুমার ঘোষের বাড়িতে। সেসময় কিছু ধর্ম চর্চা শুরু হয়েছিল আমার জীবনে এই সব হিন্দু নেতাদের সন্ধিক্ষণে এসে। আসলে আমি ধর্ম টা যেভাবে উপলব্ধি করেছি সেটি একটা মনের বিশ্বাস, আর একটা জাতিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার প্রথিক। আজকে আমরা ধর্ম নিয়ে রাজনীতি করি বা সাম্প্রদায়িকতা করি ,এগুলো কিছু মানুষ উস্কানিমূলক ভাষণ বা বক্তব্য দিয়ে সমাজে ধর্মকে বিভক্ত করছে।ধর্মের মধ্যে মানুষকে ধার্মিক ভাবে, সত্যের পথে অবলম্বন করার একটাই রাস্তা, এটাই আমি উপলব্ধি করতে পেরেছি। একশ্রেণীর মানুষ নিজের সুবিধা চিরাচরিত তা করার জন্য ,তারা ধর্মকে সামনে রেখে, তাদের নিজস্ব মতামত প্রয়োগ করে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাধানোর চেষ্টা করছে। মানুষের সুবিধার্থে জন্য ধর্মের উৎপত্তি হয়েছিল, সবার আগে মানুষ তারপরে ধর্ম। মানুষকে বাদ দিয়ে কোনভাবে ধর্ম হতে পারে না।ধর্মের নাম করে আজকে যে সাম্প্রদায়িকতা তৈরি করছে বা রাজনীতি করছে, এটা কোন ধর্মের মানুষের করা উচিত নয়।সব ধর্মকে সম্মান মান্যতা দিয়ে, সাম্প্রদায়িকতা ভুলে মানুষ মানুষের জন্য এটাই ভেবে পথ চলা উচিত। ধর্মের ইতিহাস আমাদের হয়তো অনেকের জানা নেই, তবে আজ আমার ধর্ম বা জাতি নিয়ে লেখার বিষয়বস্তু।

পৃথিবীতে ধর্মের কি ভাবে শুরু কিংবা উৎপত্তি হয়েছিল তার ব্যাখ্যা ও ইতিহাস বিস্তর। এনিয়ে শত শত পুস্তক লিখা যাবে। কিন্তু মূল সত্যকে জানতে হলে থাকতে হবে গভীর ও তীক্ষ্ণ অনুমান। থাকতে হবে কল্পনার প্রখর শক্তি। জগদ্বিখ্যাত বিজ্ঞানী আইনস্টাইন বলেছিলেন{ ইমাজিনেশন ইজ মোওর ইমপোরটেন্ট দ্যান নলেইজ } কারণ আজ থেকে হাজার হাজার বৎসর আগে মানুষ যে 'প্রাকৃতিক পরিবেশে' বসবাস করতো, সেই পরিবেশটাকে বুঝতে হবে কল্পনা ও অনুমানের কঠিন সত্য দিয়ে। তখন না ছিল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, না ছিল নির্দিষ্ট কোনো ভাষা, না ছিল উত্তম বাসগৃহ, না ছিল চলাফেরা করার মত উত্তম রাস্তা-ঘাট। যা ছিল তা হলো গোষ্ঠীবদ্ধ ভাবে বসবাসের প্রয়োজনীয়তা, ছিল নিরাপত্তার চরম অভাব, আর ছিল খাদ্য অন্বেষণের জন্য শিকার ও চাষবাসের নানাবিধ প্রচেষ্টা। আধুনিক যুগের মানুষ পৃথিবীর ইতিহাস ও জাগতিক বহুমুখী শিক্ষা থেকে নিঃসন্দেহে বুঝতে পারে "মানুষ জাতির অগ্রগতি ও সভ্যতার ক্রমবিকাশ" ঘটেছে শতাব্দি ও সহস্রাব্দির ধাপে ধাপে। তৎসঙ্গে মানুষের ভাষা ও বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশ ঘটেছে দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর শতাব্দির চাকায়।তবে মানুষ আদিম কাল থেকে নানাবিধ প্রাকৃতিক দুর্যোগের মুখোমুখি হতো। যেমন: ঝড় তুফান, খরা, বন্যা, ভূমিকম্প, জ্বরপাত, শিলাবৃষ্টি, ফসলের উপর পঙ্গপালের আক্রমণ এবং নানাবিধ ভয়ানক রোগ ব্যাধি। এসব ছিল মানুষের জন্য অত্যাধিক আতঙ্ক ও জীবন হুমকির ব্যাপার। মানুষ ঐ সমস্ত দুর্যোগ থেকে আত্মরক্ষার জন্য নানাবিধ প্রাকৃতিক শক্তির কাছে প্রকাশ্যে বিনয়ের সাথে আত্মসমর্পন করে কান্নাকাটি করতো এবং খুশি করার জন্য পূজো ও দিতো। প্রধান প্রধান শক্তিগুলো হলো: বিক্ষুব্ধ বাতাস, সাগর,তারপর পাহাড়, চন্দ্র, সূর্য, অন্ধকারের ভূত প্রেত, ভয়ঙ্কর বন্যজন্তু , আগুন ও পানি। একারণে সুদুর অতীক কাল থেকে কোনো কোনো সম্প্রদায় কিংবা কোনো কোনো এলাকায় কল্পিত পানির রাজাকে (বা দেবতাকে) খুশি করার জন্য পানিতে পূজো দেয়ার ব্যবস্থা করে। তাই সাগর, হ্রদ, দীঘি ও নদীর জলের মধ্যে সুগন্ধিযুক্ত ফুল ছড়ানো, মিষ্টি ফল বিতরণ করা ছাড়াও উপঢৌকন হিসেবে নানাবিধ অলঙ্কার ও কাপড় চোপড় ইত্যাদি দেয়া হতো। যা আজো পৃথিবীর ভিবিন্ন আদি সমাজ ও বিজ্ঞান শিক্ষায় বঞ্চিত দেশগুলোর আনাচে কানাচে হচ্ছে। এসব ব্যবস্থাপনা শুরু হয় পরিবার ও গোষ্ঠীর ক'জন মিলে, নানাবিধ পরামর্শের পর। এভাবে দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ায় বাতাস যখন প্রবল বেগে বইতে শুরু করে তখন আদিম মানুষ বাতাসকে ক্রোধান্বিত না হওয়ার জন্য নানা রকমের ছড়া কাটতে কাটতে বাতাসের মধ্যে ছড়িয়ে দিতো সুগন্ধিফুল, শস্য দানা ইত্যাদি। সূর্য যখন উদয় হয় তখন সমস্ত আঁধার কেটে যায়। অন্তর থেকে দূর হয় বন্যপ্রাণীর আক্রমনের ভয়, ভূত প্রেতের ভয়। শিকার, কাজকর্ম ও চলাফেরা করতে হয় সুবিধে। সূর্যের আলো দ্বারা হয় শীত নিবারণ। অতএব সূর্য হচ্ছে এক বিশাল উপকারি দেবতা। সুতরাং সূর্যকে খুশী না করলে ওটা মাঝে মাঝে রাগ করে বসে। সব কিছু পুড়িয়ে দিতে চায় (খরা) আবার বৃষ্টির সময়ে গর্জন করে (বিদ্যুৎ ও বজ্রপাত দ্বারা) নানা বিপত্তি ঘটায়। অতএব সূর্য দেবতা ভীষণ শক্তিশালী, ওকে খুশ রাখা খুবই জরুরি। এরকম মানসিক ধারণা থেকে সূর্যকে মানুষ নানা ভাবে পূজো দিতে শুরু করে। অনেক আদিম সমপ্রদায় আগুনকে সূর্যের প্রতিনিধি মনে করে অগ্নিপূজা করতো। এভাবে ভয়ের কারণে আত্মরক্ষার তাগিদে শুরু হয়েছে প্রকৃতিপূজা বা ধর্মীয় আচরণ।এই থেকে শুরু ধর্মীয় আচার-আচরণ ও ধর্মের বিষয়বস্তু।তবে সুধিরঞ্জন হালদারের লেখাতে ধর্মের কথাটা কিছুটা উলেখ করে গেছেন।

মহাবীর, গৌতম বুদ্ধ, গুরু নানক কর্তৃক ভারতবর্ষে যেমন বৈদিক তথা হিন্দুধর্মের প্রতিবাদী ধর্ম হিসাবে জৈন, বৌদ্ধ, শিখ ইত্যাদি এক একটি পৃথক ধর্মের সৃষ্টি হয়েছে ঠিক তেমনই হরিচাঁদ ঠাকুর কর্তৃক বৈদিকধর্মের প্রতিবাদী হিসাবে অবৈদিক মতুয়াধর্মেরও সৃষ্টি হয়েছে। হরিচাঁদ ঠাকুর ও তাঁর পুত্র গুরুচাঁদ ঠাকুর আমরণ মতুয়াধর্মের প্রচার ও প্রসারকার্যে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। কিন্তু দুখের বিষয়, জৈন, বৌদ্ধ, এবং শিখধর্মের লোকেরা যেভাবে ব্রাহ্মণ্যধর্মের প্রভাব থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হয়ে নিজস্ব ধর্মীয় আচার-আচরণ পালন করে থাকেন, আর সেই থেকেই ব্রাহ্মণ্যধর্ম বা বৈদিকধর্মই বর্তমানে হিন্দুধর্ম বলে পরিচিত। বৈদিকধর্মের কোনো ধর্মগ্রন্থেই অবশ্য 'হিন্দু' শব্দের উলেখ নেই। তবু বৈদিকধর্মের সমস্ত লোকেরা বর্তমানে নিজেদের হিন্দু বলে পরিচয় দেয়। 'হিন্দু' একটি পারসিক শব্দ। এর অর্থ কালো, চাকর, দাস, দস্যু, পরাজিত ইত্যাদি। বিদেশী গ্রিক ও মুসলমান শাসকেরাই ভারতবর্ষের লোকদের হিন্দু নামে অভিহিত করে। ভারতীয় শাসকদের পরাজিত করে যখন এ দেশ দখল করে, তখন তারা এ দেশীয়দের কালো, পরাজিত বা চাকর অর্থে হিন্দু নামকরণ করে। সেই অর্থে সকল ভারতীয়েরাই হিন্দু এবং ভারতবর্ষের নাম হিন্দুস্থান হয়। বর্তমানে হিন্দু বলতে শুধুমাত্র বৈদিকধর্মের লোকদেরই বুঝায়। তবেই বৈদিকধর্মের লোকেরা বিদেশীদের দ্বারা হিন্দু নামে অভিহিত হলেও বিদেশাগত আর্য-ব্রাহ্মণেরা নিজেদেরকে প্রথমে হিন্দু বলতে রাজি ছিল না। এদেশীয় বৈদিকধর্মী লোকদের হিন্দু বলে মেনে নিয়ে নিজেদেরকে তারা আর্য-

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

সিনেমার খবর

cinema TV

'টাইগার ৩'র পর নতুন ছবির কথা জানালেন সালমান

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : 'টাইগার ৩' দিয়ে একেবারে চেনা দমে ফিরেছেন সালমান খান। ১২ নভেম্বর দেওয়ালি উপলক্ষে মুক্তি পায় ছবিটি। মনীশ শর্মা পরিচালিত এই ছবিতে আবার সালমান আর ক্যাটরিনার রসায়ন সিনেমাপ্রেমীদের হৃদয় জয় করেছে। 'টাইগার থ্রি'-র সফলতার পর সালমান খান তার পরবর্তী ছবির প্রস্তুতিতে নেমে পড়েছেন। সম্প্রতি এই ছবি সম্পর্কে কিছু তথ্য প্রকাশ করেছেন তিনি।

ভারতীয় গণমাধ্যম 'জুম'-এর সঙ্গে সাক্ষাৎকারে তাঁর আগামী ছবির নাম জানিয়েছেন বলিউড ভাইজান। সালমান খানের পরবর্তী ছবির নাম 'দ্য বুল'। এতে সালমানকে আধা সামরিক এক কর্মকর্তার চরিত্রে দেখা যাবে।

ছবিটি প্রযোজনা করবে ধর্মা প্রোডাকশন। এই ছবির মাধ্যমে করণ জোহর আর সালমান দীর্ঘ ২৫ বছর পর একসঙ্গে কাজ করতে চলেছেন। ১৯৯৮ সালে তাঁরা 'কুছ কুছ হোতা হ্যায়' ছবিতে একসঙ্গে কাজ করেছিলেন সালমান-করণ। করণের এই ছবিতে সালমান ক্যামিও হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

৩০০ কোটি রুপির মোটা বাজেটে নির্মিত হয়েছে 'টাইগার ৩'। এটি পরিচালনা করেছেন মনীশ শর্মা। যশরাজ ফিল্মসের স্পাই ইউনিভার্সের পঞ্চম ছবি এটি। এর আগে ধারাবাহিকভাবে মুক্তি পেয়েছিল 'এক থা টাইগার', 'টাইগার জিন্দা হ্যায়', 'ওয়ার' ও 'পাঠান'। এই ছবিতে সালমান খানের সঙ্গে আছেন ক্যাটরিনা কাইফ ও ইমরান হাশমি।

এছাড়া সালমান খানের হাতে আরও অনেক প্রকল্প আছে। তাকে আগামী দিনে 'দাবাং' ছবির পরবর্তী সিক্যুয়েলে, 'কিক'-এর সিক্যুয়েলে, আর সুরজ বরজাতিয়ার 'প্রেম কি শাদি'সহ আরও কিছু ছবিতে দেখা যাবে।

ঘন কালো চুলের গোপন রহস্য ফাঁস করলেন শাহরুখ

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : বলিউড বাদশা শাহরুখ খান চলতি বছর একের পর এক সিনেমা উপহার দিয়ে যাচ্ছেন। 'পাঠান' ও ;জওয়ান' সিনেমা দুটো বক্স অফিসে ঝড় তুলেছে। এবার তার অপেক্ষা তৃতীয় সিনেমার জন্য।

আসছে ২১ ডিসেম্বরে মুক্তি পাবে শাহরুখের পরের সিনেমা 'ডাঙ্কি'। রাজকুমার হিরানির সঙ্গে তার প্রথম সিনেমা এটি, ফলে উত্তেজনা আগের দুই সিনেমার চেয়েও বেশি।

শাহরুখ এত ব্যস্ততার ফাঁকেও মাঝেমাঝেই সোশ্যাল মিডিয়ায় হাজির হন। তার মজার 'আস্ক এসআরকে' সেশনে কথা বলেন। বুধবারও তেমনই এক প্রশ্নোত্তর পর্বে শাহরুখ ভক্ত-অনুরাগীদের সঙ্গে মজে ওঠেন। সেখানেই জানালেন, তার ঝলমলে সুন্দর চুলের গোপন রহস্য।

বুধবার 'ডাঙ্কি' সিনেমার প্রথম গান মুক্তির কয়েক ঘণ্টা পর নিজের 'এক্স'-এ অনুরাগীদের সঙ্গে প্রশ্নোত্তর পর্বে সরব থাকেন বাদশা। সেখানেই এক অনুরাগী শাহরুখ খানকে প্রশ্ন করেন, 'কোন সময় শাহরুখ খান সবচেয়ে বেশি দুশ্চিন্তায় পড়েছিলেন এবং আপনি কীভাবে নিজের স্নায়ুকে শান্ত রাখেন?' এর উত্তরে বাদশাহ বলেন, 'আমি নার্ভাস হয়েই স্নায়ুকে নিয়ন্ত্রণে রাখি। এবং সেটা একা শান্ত থেকে। একটু আধটু লেখালেখি করি এবং বাচ্চাদের সঙ্গে সময় কাটাই।'

বয়স বাড়লেও তার কাছে 'এজ ইজ জাস্ট এ নাম্বার'। ৫৮ পেরিয়েও তিনি আজও বলিউডের রোমান্টিক কিং। যে গান মুক্তি পেয়েছে 'লুট পুট গয়া', তাতেও শাহরুখকে ফের প্রেমে পড়তে দেখছে দর্শক।

এখনো তার গালে টোল, ঘন কালো চুলে মন হারান নারী ভক্তরা। কিন্তু এ বয়সেও কীভাবে এমন ঝলমলে চুল রেখেছেন? অনেকের মনের প্রশ্ন করে ফেলেন এক অনুরাগী। এদিনের প্রশ্নোত্তর পর্বে এক ফ্যান প্রশ্ন করেন, 'আপনার এই ঘন অগোছালো চুলের রাজ কী?' এর উত্তরে তিনি জানালেন তার চুলের যত্নের সিক্রেট। লেখেন, 'আমলকি, ভৃঙ্গরাজ ও মেথি মাখি চুলে'।

'ডাঙ্কি' চলতি বছরে শাহরুখের তৃতীয় সিনেমা। এ সিনেমার সঙ্গেই মুক্তি পাবে তার মেয়ে সুহানা খানের প্রথম সিনেমা 'দ্য আর্চিস'। জোয়া আখতারের পরিচালনায় ডেবিউ করবেন সুহানা, নেটফ্লিক্সে। একে অপরের কাজে পাশে থাকেন বাবা-মেয়ে।

এক অনুরাগীর উত্তরে অভিনেতা বলেন, সুহানা 'ডাঙ্কি' ভালোবাসে, আমি 'আর্চিস' ভালোবাসি। আমাদের দুজনের মধ্যে আমি মনে করি আমরা ঠিকই আছি।

ট্রলকারীদের সামলাতে যে চার কৌশল জানালেন রাশমিকা

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : রাশমিকা মান্দানা, বলিউড ও দক্ষিণী ভারতের জনপ্রিয় অভিনেত্রী। তিনি ভারতের 'জাতীয় ক্রাশ' হিসেবেও পরিচিত। দক্ষিণী সিনেমায় তার বেশ কিছু ব্যবসা সফল ছবি রয়েছে। তবে বলউডে এখনও সেভাবে বক্স অফিস কাঁপাতে পারেননি তিনি।

'গুডবাই'-এর পর বলিউডে তার মুক্তিপ্রাপ্ত ছবি ছিল 'মিশন মজনু'। তবে দুটি ছবিই বক্স অফিসে ব্যর্থ।

এখন অবশ্য রাশমিকার জীবনে আশার আলো দেখাচ্ছে 'অ্যানিমেল' ছবিটি। 'অ্যানিমেল' ছবির কারণে বারবার আলোচনায় উঠে আসছেন রাশমিকা। সন্দীপ রেড্ডি ভাঙ্গা পরিচালিত এই ছবির অংশ হতে পেরে দারুণ উৎফুল্ল এই অভিনেত্রী। তবে এটা সত্যি, 'পুষ্পা' ছবির মধ্য দিয়ে তার ভক্ত বেড়েছে। আজ সারা ভারতে তার অসংখ্য অনুরাগী। পুষ্পার পর থেকে রাশমিকার গায়ে লেগেছে 'প্যান ইন্ডিয়া তারকা'র তকমা। যদিও শুরুতে এই তকমার কারণে লজ্জা পেতেন তিনি। সম্প্রতি এর কারণ ব্যাখ্যা করেছেন এই অভিনেত্রী।

এক সাক্ষাৎকারে প্যান ইন্ডিয়া তারকার তকমা নিয়ে রাশমিকা বলেছেন, "শুরুতে আমাকে যখন এই তকমা দেওয়া হয়েছিল, তখন বেশ লজ্জা করত। কিন্তু পরে বুঝতে পারি, আমরা এখন এমন এক সময়ে অবস্থান করছি, যেখানে সবাইকে একটা পুরো ইন্ডাস্ট্রি হিসেবে দেখা হয়। এখন বলিউড, টালিউড আলাদা করে দেখা হচ্ছে না। আমি খুশি, এই ভেদাভেদ কম করার পেছনে আমারও কিছুটা অবদান আছে। এখন আমার ক্যারিয়ারের দারুণ এক সময় চলছে। এর থেকে আনন্দের কথা আমার জন্য আর কীই-বা হতে পারে।"

সম্প্রতি মুক্তি পেয়েছে 'অ্যানিমেল' ছবির ট্রেলার। রাশমিকার আশা ছিল ট্রেলার মুক্তির পর সাড়া মিলবে। কিন্তু ট্রেলার সাড়া ফেলেছে বটে, তবে রাশমিকার ক্ষেত্রে উল্টোটাই হয়েছে। রাশমিকার মুখে সংলাপ শুনে হাসাহাসি থেকে ট্রল শুরু হয়েছে নেটপাড়ায়। রাশমিকা ও রণবীর একটি দৃশ্যে কী যে বলছেন, কিছুই নাকি বোঝা যাচ্ছে না, এমনটাই বলছেন দর্শকেরা।

অভিনেত্রীকে অনেকেই এই দৃশ্যে 'গোলমাল' ছবির তুষার কাপুরের সঙ্গে তুলনা করেছেন। দেখা যাচ্ছে, বাগ্যুদ্ধে জড়িয়েছেন রাশমিকা-রণবীর। কিন্তু বাগ্যুদ্ধে কথা জড়িয়ে গেল অভিনেত্রীর। রীতিমতো সামাজিক মাধ্যমে ভাইরাল এই দৃশ্য। কেউ লিখেছেন, "দক্ষিণি অভিনেত্রী হিন্দি বললে এমনটাই হয়।" এমনও বলেছেন কেউ, রাশমিকা অভিনয়ই পারেন না!

এসবে পাত্তা দেন না রাশমিকা। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ট্রলের শিকার হওয়া নিয়েও এই সাক্ষাৎকারে কথা বলেছেন রাশমিকা।

তিনি বলেন, "সত্যি বলতে, ট্রলকারীদের সামলানোর তিন-চারটি আলাদা কৌশল আছে। ১. আপনি তাদের মন্তব্য মোটেও দেখবেন না। ২. তাদের পাত্তা না দেওয়া। ৩. হেসে এগিয়ে যাওয়া। ৪. কান্নাকাটি করা। এটা বুঝতে হবে যে তাদের ওপর আপনার নিয়ন্ত্রণ নেই। তারা যা ইচ্ছা তা-ই বলবেন। কখনও তাদের কারণে আপনি এক অন্য দুনিয়ায় চলে যাবেন। কখনও আবার তাদের মন্তব্য আপনাকে মানসিকভাবে প্রভাবিত করবে। কিন্তু আপনাকে কিছুতেই প্রভাবিত হওয়া যাবে না। কারণ, আপনার নিজের একটা জীবন আছে। তাদের কথা ধরে বসে থাকলে আপনার চলবে না।'

আগামী ১ ডিসেম্বর মুক্তি পাচ্ছে অ্যানিমেল ছবিটি। এতে প্রথমবারের মতো রণবীর কাপুরের সঙ্গে জুটি বেঁধেছেন রাশমিকা।

প্রেমের জন্য ভালো মানুষ পাওয়াই মুশকিল: সুস্মিতা

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : সুস্মিতা চ্যাটার্জি। আড়াই বছরের মধ্যেই টলিউডে পোক্ত অবস্থান করে নিয়েছেন। প্রসেনজিৎ চ্যাটার্জি, দেব এবং জিতের মতো সুপারস্টারের সঙ্গে কাজ করে ফেলেছেন। ফলে তাকে ঘিরে টালিগঞ্জে চর্চাও হচ্ছে বেশ।

২৪ নভেম্বর মুক্তি পাচ্ছে তার সিনেমা 'মানুষ'। ছবিটি পরিচালনা করেছেন ঢাকার নির্মাতা সঞ্জয় সমদ্দার। এতে জিৎ-সুস্মিতা ছাড়াও আছেন ঢাকার বিদ্যা সিনহা মিম, কলকাতার জীতু কমল প্রমুখ।

পরপর বড় তারকাদের সঙ্গে কাজ প্রসঙ্গে জানতে চাইলে ভারতীয় গণমাধ্যকে সুস্মিতা বলেন, 'নিজেকে ভাগ্যবান মনে হয়। কিন্তু এটাও জানি যে, এর পেছনে আমার কতটা লড়াই রয়েছে। পাশাপাশি পরিশ্রম এবং ভাগ্যেরও প্রয়োজন। তিন বছর পর আজ নিজের ব্যক্তিত্বের মধ্যেও একটা বিশাল পরিবর্তন দেখতে পাচ্ছি। শুধু মনে হয়, এই সুযোগগুলোকে যেন ধরে রাখতে পারি।'

তারকা হিসেবে সুস্মিতার প্রেম নিয়ে গুঞ্জন-চর্চা রয়েছে। তবে তার সাফ জবাব, 'এই মুহূর্তে আমি সম্পর্কে নেই। সেই পাট চুকিয়ে দিয়েছি। এখন ক্যারিয়ারে মন দিতে চাই। কোনও সম্পর্কে জড়াতে চাই না। আগে সম্পর্কে ছিলাম। কিন্তু এখন কাজে মন দিতে চাই।'

সুস্মিতার ভাষ্য, 'একটা মানুষের কাছে আমি খুব সাধারণ কিছু জিনিস চাই। একটু আমাকে বুঝবে, যত্ন নেবে আর ভালোবাসবে। কিন্তু ভালো মানুষ পাওয়াই মুশকিল। কারণ, অতীতেও সম্পর্কে আমাকে ঠকানো হয়েছে।'

মডেলিংয়ের মাধ্যমে কেরিয়ার শুরু করে এখন অভিনয় করছেন। অভিনয়ে তার কারণে অনেকেই নাকি কোণঠাসা হয়ে পড়েছেন। সে বিষয়টিও পরিস্কার করেছেন এই অভিনেত্রী।

সুস্মিতা জানালেন, 'আসলে কেউ কাউকে কোণঠাসা করে না। পরিবর্তন তো সব জায়গায় হয়। কাল ওরা করেছে, আজকে আমি করছি। আগামী কাল আমার জায়গায় অন্য কেউ আসবে। কেউ কারও কাজ ছিনিয়ে নিচ্ছে, এটা হতে পারে না। কপালে লেখা থাকলে কাজটা আমি করব, না লেখা থাকলে অন্য কেউ করবে।

আইপিএল:

পুরোনো ঠিকানায় ফিরছেন হার্দিক পান্ডিয়া?

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : দুই বছর পর ঘরের ছেলে আবার ঘরে ফিরছে! আইপিএলে গুজরাট টাইটান্স ছেড়ে হার্দিক পান্ডিয়া নিজের ঘর মুম্বাই ইন্ডিয়ান্সে ফিরে আসছেন, এটাই এখন বড় খবর। একাধিক ভারতীয় গণমাধ্যমের পাশাপাশি ইএসপিএনক্রিকইনফোর দাবি, শেষ মুহূর্তে বড় চমক না ঘটলে পান্ডিয়া তার পুরোনো দলেই ফিরছেন। ক্রিকইনফোর প্রতিবেদনে জানিয়েছে, পান্ডিয়াকে কেনা হবে পুরোপুরি নগদ টাকায়। আর এই জন্য মুম্বাইকে ১৫ কোটি রুপি দিতে হবে গুজরাটকে। এর সঙ্গে মুম্বাইকে ট্রান্সফার ফিও দিতে হবে। তবে সেই অঙ্কটা কত, তা অবশ্য জানানো হয়নি। এই ট্রান্সফার ফির ৫০ শতাংশ পেতে পারেন পান্ডিয়া। ধারণা করা হচ্ছে, এটা হতে পারে আইপিএল ইতিহাসের সবচেয়ে বড় ট্রান্সফার ফি।

তবে এক হার্দিক পান্ডিয়াকে এত অর্থ খরচ করে দলে ভেড়ানোর কারণে বেশ বড় চ্যালেঞ্জের সামনে পড়বে মুম্বাই। সর্বশেষ নিলামের পর তাদের কাছে আছে এখন ৫ লাখ রুপি। আগামী মৌসুমের নিলামের জন্য তারা আরও ৫ কোটি খরচ করতে পারবে। যার অর্থ, পান্ডিয়াকে দলে ভেড়াতে হলে বেশ কয়েকজন খেলোয়াড়কে ছাড়তে হবে রোহিত শর্মার দলকে। আর সেটা করতে হবে ২৬ নভেম্বরে বাংলাদেশ সময় বিকেল সাড়ে চারটার মধ্যে।

লা লিগায় টানা দুই জয়ের পর

পয়েন্ট হারাল বার্সা

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : আন্তর্জাতিক ফুটবলের বিরতির পর মাঠে ফিরে বার্সেলোনার সামনে চোখ রাঙাচ্ছিল পরাজয়। ভাগ্যের ছোঁয়ায় বেঁচে গেছে তারা। রায়ো ভাইয়েকানোর বিপক্ষে কোনোমতে এক পয়েন্ট পেয়েছে শাভি এর্নান্দেসের দল। ভাইয়েকানোর মাঠে ২৫ নভেম্বর লা লিগার ম্যাচটি ১-১ গোলে ড্র হয়েছে। প্রথমার্ধে চমৎকার গোলে উনাই লোপেস স্বাগতিকদের এগিয়ে নেওয়ার পর শেষ দিকে আত্মঘাতী গোল করেছেন ফ্লোরিয়াঁ লুজন।

চেনা আঙিনায় শুরুটা ভালো করে ভাইয়েকানো। প্রথম ১০ মিনিটে দুবার বার্সেলোনা গোলরক্ষকের পরীক্ষা নেয় তারা। তবে তাদের দুটি প্রচেষ্টাই ঠেকিয়ে দেন মার্ক-আন্দ্রে টের স্টেগেনের চোটে পোস্টের নিচে দাঁড়ানো ইনাকি পেনা। প্রতিপক্ষের আক্রমণের ঝাপটা সামলে দুটি ভালো সুযোগ তৈরি করে বার্সেলোনা। তবে পেদ্রি ও লামিনে ইয়ামালের শট ফিরিয়ে জাল অক্ষত রাখেন স্বাগতিক গোলরক্ষক।

প্রথমার্ধের নির্ধারিত সময়ের ছয় মিনিট বাকি থাকতে ভাইয়েকানোকে এগিয়ে নেন লোপেস। তাদের একটি ফ্রি-কিক প্রথমে ক্লিয়ার করে সফরকারীরা। সেই বলে অস্কার ত্রেহোর শট ফেরান এক ডিফেন্ডার। এরপর ২৫ গজ দূর থেকে বুলেট গতির হাফ-ভলিতে লক্ষ্যভেদ করেন স্প্যানিশ মিডফিল্ডার লোপেস।

দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে জোয়াও কানসেলোর একটি শট উড়ে যায় ক্রসবারের সামান্য ওপর দিয়ে। ৭৬তম মিনিটে গোল পায় পেয়েই যাচ্ছিল বার্সেলোনা। ব্রাজিলিয়ান ফরোয়ার্ড রাফিনিয়ার নিচু শট পোস্টে লাগে। ফিরতি বল ক্লিয়ার করার চেষ্টায় জালে পাঠাতে যাচ্ছিলেন ভাইয়েকানোর এক ডিফেন্ডার, বিপদমুক্ত করেন গোলরক্ষক। ৮২তম মিনিটে আত্মঘাতী গোল করে বসেন লুজন। বাঁ দিক থেকে আলেহান্দ্রো বালেদর ক্রসে বক্সে নিচু হয়ে হেড নিতে যান রবের্ত লেভানদোভস্কি। ঠেকাতে পোলিশ তারকার মাথার কাছে পা তোলেন লুজন। ফরাসি ডিফেন্ডারের পায়ে লেগেই বল যায় জালে। যোগ করা সময়ে প্রতিপক্ষের চ্যালেঞ্জে রাফিনিয়া বক্সে পড়ে গেলে পেনাল্টির আবেদন করে বার্সেলোনার খেলোয়াড়রা। তবে রেফারির সাড়া মেলেনি, ভিএআরেও ফাউল ধরা হয়নি।

১৪ ম্যাচে ৯ জয় ও ৪ ড্রয়ে ৩১ পয়েন্ট নিয়ে তিনে আছে বার্সেলোনা। ১৩ ম্যাচে ৩২ পয়েন্ট নিয়ে রেয়াল মাদ্রিদ দুইয়ে, ৩৪ পয়েন্ট নিয়ে জিরোনা শীর্ষে আছে। বার্সেলোনার সমান ১৪ ম্যাচে ১৯ পয়েন্ট নিয়ে আট নম্বরে আছে ভাইয়েকানো।

উগান্ডার কাছে হেরে গেল জিম্বাবুয়ে

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : আইসিসি র‍্যাংকিংয়ে জিম্বাবুয়ের অবস্থান ১২। আর উগান্ডার অবস্থান ২৩। অর্ধেক পেছনে থাকা সেই উগান্ডার কাছে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের বাছাইপর্বের ম্যাচে আজ রবিবার ধরাশায়ী হয়েছে জিম্বাবুয়ে। নামিবিয়ার রাজধানী উইন্ডহোয়েকের ইউনাইটেড ক্রিকেট ক্লাব মাঠে জিম্বাবুয়ে আগে ব্যাট করে ৭ উইকেটে ১৩৬ রান তোলে। জবাবে ৫ উইকেট ও ৫ বল হাতে রেখে জয় তুলে নেয় উগান্ডা।

রান তাড়া করতে নেমে ১ রানে প্রথম ও ১২ রানে দ্বিতীয় উইকেট হারায় উগান্ডা। সেখান থেকে রজার মুকাসা, আলপেশ রমজানি, রিয়াজাত আলী শাহ ও নিদেশ নাকরানি ব্যাটিং দৃঢ়তা দেখিয়ে জয় নিশ্চিত করেন।

রিয়াজাত ২৮ বলে ৫ চার ও ১ ছক্কায় সর্বোচ্চ ৪২ রান করেন। রমজানি ২৬ বলে ৪টি চার ও ২ ছক্কায় করেন ৪০ রান। রজার করেন ২৩ রান। আর নিদেশ ১ চার ও ১ ছক্কায় অপরাজিত ১৪ রান করে দলকে জিতিয়ে মাঠ ছাড়েন।

বল হাতে জিম্বাবুয়ের রিচার্ড এনগ্রাভা ৪ ওভারে ২৪ রান দিয়ে ২টি উইকেট নেন। আর শন উইলিয়ামস ২ ওভারে ১৪ রান দিয়ে নেন ১টি উইকেট।

তার আগে জিম্বাবুয়ের ইনিংসে সর্বোচ্চ ৪৮ রান করেন অধিনায়ক সিকান্দার রাজা। ২ চার ও ৪ ছক্কায় এই রান করেন তিনি। এছাড়া ইনোসেন্ট কাইয়া ২৩, উইলিয়ামস ২১ ও রায়ান বার্ল ১৩ রান করেন। বাকিদের কেউ দুই অঙ্কের কোটা ছুঁতে পারেনি।

বল হাতে উগান্ডার দিনেশ ৪ ওভারে ১৪ রান দিয়ে ৩টি উইকেট নেন। হেনরি সেনইয়োন্দো ৩ ওভারে ২৫ রান দিয়ে ২টি উইকেট নেন। ম্যাচসেরা হন উগান্ডার দিনেশ নাকরানি। এই জয়ে ৩ ম্যাচের ২টিতে জিতে বাছাইপর্বের পয়েন্ট টেবিলের তৃতীয় স্থানে অবস্থান নিয়েছে উগান্ডা। ৩ ম্যাচের মাত্র ১টিতে জিতে জিম্বাবুয়ে আছে চতুর্থ স্থানে। ৩ ম্যাচের তিটিতেই জিতে ৬ পয়েন্ট নিয়ে নামিবিয়া ও কেনিয়া আছে শীর্ষে।

সড়ক দুর্ঘটনায়

আহত ব্যক্তির জীবন বাঁচালেন শামি

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : ঘরের মাঠের ওয়ানডে বিশ্বকাপে দুর্দান্ত পারফরম্যান্স করে সবার মন জয় করে নিয়েছিলেন মোহাম্মদ শামি। এবার বাইশ গজে নয়, মাঠের বাইরেও মানুষের মন জিতে নিয়েছেন শামি। সড়ক দুর্ঘটনার শিকার হওয়া অচেনা এক ব্যক্তির জীবন বাঁচিয়েছেন ভারতীয় এই পেসার। এতে মাঠের বাইরেও 'নায়ক' বনে গেলেন শামি।

বিশ্বকাপ শেষে বিশ্রামে রয়েছেন ভারতীয় দলের সিনিয়র ক্রিকেটাররা। ছুটি উপভোগ করছেন। শামিও ছুটি কাটাতে গেলেন ভারতের উত্তরাখন্ড রাজ্যের পার্বত্য শহর নৈনিতালে। সেখানে এক ব্যক্তি ভয়াবহ সড়ক দুর্ঘটনার কবলে পড়েছিলেন। ঠিক সে সময় শামি তার গাড়ি নিয়ে ওই রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলেন। অচেনা সেই ব্যক্তিকে দুর্ঘটনায় পড়তে দেখে সঙ্গে সঙ্গে গাড়ি থামান শামি এবং তাকে উদ্ধার করে প্রাথমিক চিকিৎসা দেন।

শনিবার রাতে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ইনস্টাগ্রামে সেই ঘটনার ভিডিও পোস্ট করেছেন শামি। ভিডিওতে দেখা যায়, দুর্ঘটনার পর গাড়িটি পাহাড়ি ঝোপে পড়ে আছে। সেটি পুরোপুরি নিচে না পড়ে একটি গাছের সঙ্গে আটকে ছিলো। দেরি না করে গাড়িতে থাকা ব্যক্তিকে শামিসহ আরও কয়েকজন বের করে আনেন। আহত ব্যক্তিকে শামি নিজেই ব্যান্ডেজ লাগিয়ে দেন।

পোস্টে শামি লিখেছেন, 'কাউকে বাঁচাতে পেরে আমি খুব খুশি। আল্লাহ তাকে দ্বিতীয় জীবন দিয়েছেন। নৈনিতালের পাহাড়ি রাস্তায় আমার গাড়ির ঠিক সামনেই তার গাড়ি পাহাড় থেকে নিচে পড়ে যায়। আমরা তাকে নিরাপদে বের করে এনেছি।'

শামির এমন মানবিকতা সবার প্রশংসা কুড়াতে শুরু করেছে। একজন লিখেছেন, 'একটাই তো হৃদয়, আর কতবার জিতবেন?' আরেকজন লিখেছেন, 'মাঠ এবং মাঠের বাইরে দুই জায়গাতেই নায়ক।'

'ওয়ার্নারের অবসরের সিদ্ধান্ত

নেওয়ার অধিকার নেই'

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : নতুন বছরের শুরুতে পাকিস্তানের সঙ্গে সিডনি টেস্টে খেলেই প্রায় ১২ বছরের ক্যারিয়ারের ইতি টানতে চান অস্ট্রেলিয়ান তারকা ওপেনার ডেভিড ওয়ার্নার।

অস্ট্রেলিয়ার ১৯৮৭ সালের বিশ্বকাপজয়ী দলের সদস্য সাবেক তারকা অলরাউন্ডার সাইমন ও'ডোনেলের মতে, কোনো নির্দিষ্ট সময়ে গিয়ে ক্যারিয়ারের ইতি টানার 'অধিকার' কারও নেই। অস্ট্রেলিয়ার হয়ে ৩টি টেস্ট খেলা এই তারকা ক্রিকেটার বলেন, 'আমি বিদায়ী সফর পছন্দ করি না। স্টিভ ওয়াহর সময়ে বা মার্ক টেলরের সময়েও এটি আমার পছন্দ ছিল না। আমার মনে হয় আপনাকে অস্ট্রেলিয়ার হয়ে খেলতে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে, যেটি করতে পারা সম্মানের। আমার মনে হয় না কারও অধিকার আছে এটি বলার, 'আমি এ বছরের ৩০ জুন শেষ করবো।' ওয়ার্নারের অবসর নিয়ে ও'ডোনেল, 'সাদা বলে সমস্যা নেই। কিন্তু লাল বলে, আমার মনে হয় ওয়ার্নারের অবসরের সময় এসে গেছে।'

আইপিএল খেলবেন না রুট

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : ইনজুরির কারণে ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগের (আইপিএল) আগামী আসর থেকে কয়েকদিন আগেই নিজেকে সরিয়ে নেন বেন স্টোকস। এবার একই পথ ধরলেন তার স্বদেশি জো রুট। আইপিএলের আগামী আসরে খেলবেন না তিনিও। এমনটাই জানিয়েছে তার ফ্র্যাঞ্চাইজি রাজস্থান রয়্যালস।

এক বিবৃতিতে রাজস্থান রয়্যালসের ক্রিকেট পরিচালক কুমার সাঙ্গাকারা বলেন, খেলোয়াড় ধরে রাখার আলোচনা করার সময়ে জো (রুট) আগামী আইপিএলে না খেলার কথা আমাদের জানিয়েছে। খুবই অল্প সময়ে জো ফ্র্যাঞ্চাইজি ও তার আশপাশের খেলোয়াড়দের ওপর ইতিবাচক প্রভাব রাখতে পেরেছে। দলে যে অভিজ্ঞতা জো নিয়ে এসেছিল, সেটা মিস করব। আমরা তার সিদ্ধান্তকে সম্মান জানাই।

গত বছর ভিত্তিমূল্য এক কোটি রুপি দিয়ে রুটকে কিনে নেয় রাজস্থান। যদিও মাত্র তিন ম্যাচ খেলার সুযোগ পান ডানহাতি এই ব্যাটার। তাতে ব্যাটিং করার সুযোগ পান মাত্র একটিতে।

এভারটনের বিপক্ষে

ছিটকে গেলেন মাউন্ট

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : মৌসুমের শুরুতে চোটের কারণে মাঠের বাইরে ছিলেন কিছুদিন। পরে ফিরলেও দলে নিয়মিত হতে পারছিলেন না ম্যাসন মাউন্ট। এবার তিনি ছিটকে গেলেন নতুন চোটে।

গ্রীষ্মের দলবদলে চেলসি থেকে ইউনাইটেডে নাম লেখান মাউন্ট। কয়েকটি ম্যাচ খেলার পর চোটের কারণে মিস করেন পাঁচটি ম্যাচ। মাঠে ফেরার পর শুরুর একাদশে জায়গা পেতে লড়তে হচ্ছিল তাকে। ইউনাইটেডের সবশেষ ছয়টি লিগ ম্যাচের চারটিতেই বদলি হিসেবে এই মিডফিল্ডারকে নামান এরিক টেন হাগ।

প্রিমিয়ার লিগে এভারটনের বিপক্ষে রোববার মাঠে নামবে ইউনাইটেড। আগের দিন সংবাদ সম্মেলনে মাউন্টের চোটের খবরটি জানান টেন হাগ। চোটের ধরন কী বা তিনি কবে ফিরতে পারেন, সেই ব্যাপারে অবশ্য কিছু বলেননি এই ডাচ কোচ। তবে সংবাদমাধ্যমের খবর, এভারটনের বিপক্ষে ম্যাচে নিশ্চিতভাবেই থাকছেন না মাউন্ট। ফিরতে পারেন ডিসেম্বরের শেষের দিকে।

চলতি মৌসুমে সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে ১২টি ম্যাচ খেলেছেন মাউন্ট। গোলের দেখা এখনও পাননি, সতীর্থদের দিয়ে গোল করিয়েছেন একবার। মাউন্টের আগে চোট পেয়ে মাঠের বাইরে আছেন ইউনাইটেডের দুই অভিজ্ঞ মিডফিল্ডার কাসেমিরো ও ক্রিস্তিয়ান এরিকসেন। লিগে ১২ ম্যাচে ২১ পয়েন্ট নিয়ে ষষ্ঠ স্থানে আছে ইউনাইটেড।

■ স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক, মুদ্রক মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ■ সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন ঃ ৯৫৬৪৩৮২০৩১ ■ মুখ্য সম্পাদক ঃ ড. রতন কুমার বাড়ৈ
■ Printed, Published, Owned by MRITYUNJOY SARDAR and Published at 19D, Jamir Lane, Kolkata -700019 ■ Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR